POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلّی علیٰ رسولہ الکریم وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 1-2

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 4-11 জানুয়ারী, 2018 16-23 রবিউল সানি 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাইতেছি।

সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করিবেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

১০৫ নং নিদর্শনঃ একবার আমার ভাই মরহুম মির্যা গোলাম কাদের সাহেব সম্পর্কে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হইল যে, তাহার জীবনের আর অল্প কয়দিন বাকি আছে, যাহা বড় জোর পনর দিন। অতঃপর তিনি একবার ভয়ঙ্কর অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমনকি তিনি অস্থি -চর্ম সার হইয়া গেলেন। তিনি এতখানি শুকাইয়া গেলেন যে, চারপাই-এর উপর বসা অবস্থায় মনে হইত না যে, কেহ উহার উপর বসে আছে, না কি চারপাই খালি। পায়খানা ও পেশাব উপরেই করিয়া ফেলিতেন। তিনি বেহুশ অবস্থায়ই থাকিতেন। আমার পিতা মরহুম মির্যা গোলাম মরতুজা সাহেব বড় দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন, এখন অবস্থা হতাশা ও নিরাশাজনক। মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। আমার মাঝে সেই সময় যৌবনের শক্তি ছিল এবং আমার মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনারও শক্তি ছিল। আমার প্রকৃতি এইরূপ ছিল যে, আমি সব বিষয়ে খোদাকে শক্তিমান বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। প্রকৃতপক্ষে কে তাঁহার শক্তির সীমা খুঁজিয়া পায়? যে সকল বিষয় তাঁহার ওয়াদার পরিপন্থী, বা তাঁহার মর্যাদার খেলাপ এবং তাঁহার তওহীদের বিপরীত-সেগুলি ব্যতীত তাঁহার নিকট কিছুই অসম্ভব নহে। এই জন্য এই অবস্থায়ও আমি তাহার জন্য দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। আমি মনে মনে স্থির করিয়া লইলাম যে, এই দোয়ায় আমি তিনটি বিষয়ে নিজের তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি করিতে চাহি ঃ

১) প্রথমটি এই যে, আমি দেখিতে চাহি খোদার দরবারে দোয়া কবুল হওয়ার মত যোগ্যতা আমার আছে কি না?

২) দ্বিতীয়টি এই যে, যে সকল স্বপ্ন ও ইলহাম ভীতিপ্রদ আকারে আসে উহারা কি বিলম্বিত হইতে পারে?

৩) তৃতীয়টি এই যে, রোগ যে পর্যায়ে গেলে কেবল অস্থি-চর্ম বাকি থাকে সে পর্যায়েও কি দোয়ার সাহায্যে তাহা ভাল হইয়া যাইতে পারে কি না?

মোটকথা, এই তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করিয়া আমি দোয়া করিতে আরম্ভ করিলাম। সুতরাং কসম ঐ সত্তার যাঁহার হাতে আমার প্রাণ আছে, দোয়ার সাথে সাথেই পরিবর্তন আরম্ভ হইয়া গেল। ইতোমধ্যে অন্য একটি স্বপ্নে আমি দেখিলাম যেন তিনি নিজ দালানে নিজের পায়ে ভর করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই ছিল যে, অন্য কেহ তাহার পার্শ্ব পরিবর্তন করিত। যখন দোয়া করিতে করিতে পনর দিন পার হইয়া গেল তখন তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যের বাহ্যিক চিহ্নাবলী সৃষ্টি হইয়া গেল। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, আমার মনে চাহে আমি কিছু হাঁটি। বস্তুতঃ তিনি কিছু একটির সাহায্যে উঠিলেন এবং লাঠির সাহায্যে চলিতে শুরু করিলেন। অতঃপর লাঠিও ত্যাগ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া গেলেন। ইহার পর পনর বৎসর তিনি জীবিত থাকেন। অতঃপর মৃত্যু বরণ করেন। ইহাতে মনে হয় খোদা তাহার জীবনের পনর দিনকে পনর বৎসরে পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ইনিই আমাদের খোদা, যিনি স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী পরিবর্তনের শক্তি রাখেন। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলে, তিনি শক্তিশালী নহেন।

১০৬ নং নিদর্শন: একবার রূপকভাবে খোদা তা'লার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। আমি নিজ হাতে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়াছিলাম। উহাদের অর্থ এই ছিল যে, এইরূপ ঘটনা ঘটা উচিত। তখন আমি ঐ কাগজ দস্তখত করানোর জন্য খোদা ত'ালার সামনে উপস্থাপন করিলাম। আল্লাহ্ তা'লা নিঃসঙ্কোচে উহাতে লাল কালি দ্বারা দস্তখত করেন। তিনি দস্তখত করার সময় কলম ঝাড়া দিলেন, যেভাবে কলমে বেশি কালি আসিলে ঝাড়া দেওয়া হয় (ঐ যুগে সাধারণতঃ দোয়াতের কালিতে নিবের কলম চুবাইয়া লেখা হইত এবং নিবে মাঝে মাঝে বেশি কালি আসিয়া পড়িত-অনুবাদক) । অতঃপর তিনি দস্তখত করেন। এই ধারণায় এই সময় আমার উপর কম্পনের অবস্থা বিরজমান ছিল যে, আমার উপর খোদা তা'লার কতখানি দয়া ও আশিস আছে যে, আমি যাহা কিছু চাহিয়াছি তৎক্ষণাৎ আল্লাহ্ তা'লা উহাতে দস্তখত করিযা দিলেন। ঐ সময়ে আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ঐ সময় মিয়া আব্দুল্লাহ্ সাননুরী মসজিদের হুজরায় আমার পা টিপিয়া দিতেছিলেন। তাহার সামনে অদৃশ্য হইতে লাল কালির ফোঁটা আমার জামায় এবং তাহার টুপিতেও পড়িল। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, লাল কালির ফোঁটা পড়ার ও কলম ঝাড়ার সময় একই ছিল। এক সেকেন্ডেরও পার্থক্য ছিল না। অন্য লোক এই রহস্য বুঝিবে না এবং সন্দেহও করিবে। কেননা, ইহাকে কেবলমাত্র একটি স্বপ্নের ব্যাপার বলিয়া মনে করিবে। কিন্তু যাহার আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞান আছে সে ইহাতে সন্দেহ করিতে পারে না। এইভাবে খোদা অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব সৃষ্টি করিতে পারেন। মোটকথা, আমি এই সম্পূর্ণ ঘটনা মিয়া আব্দুল্লাহ্‌কে শুনাইলাম এবং ঐ সময় আমার চক্ষু হইতে অশ্রু বহিতেছিল। এই ঘটনার চাক্ষুস সাক্ষী আব্দুল্লাহ্ গভীরভাবে প্রভাবিত হইল। সে আমার জামাটি 'তবারক' হিসেবে নিজের কাছে রাখিয়া দিল। ইহা আজও তাহার নিকট মজুদ আছে।

এরপর আটের পাতায়......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

শীতকাল মু'মিনের বসন্তকাল

ওয়াকেফে জিন্দেগী, বাংলাদেশ

একজন মুমিন তার ইবাদত বন্দেগীতে শীতকালকে অত্যন্ত পছন্দ করে, যার ফলে সে রাত জেগে দীর্ঘ সময় আল্লাহর স্মরণে রত থাকে। তাই তো মহানবী (সা.) বলেছেন, 'শীতকাল হচ্ছে মু মিনের বসন্তকাল' (মুসনাদ আহমাদ)। অপর এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) বলেছেন, 'শীতের রাত দীর্ঘ হওয়ায় মুমিন রাত্রিকালীন নফল নামায আদায় করতে পারে এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখতে পারে' (শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকি)। আসলে মুমিন সব সময়ই এটা পছন্দ করে যে, কীভাবে আমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করব, তাই সে চায় কোন ধরণের সুযোগই যেন হাতছাড়া না হয়। নামায যেহেতু মুমিনের মেরাজ, তাই নামাজের মাধ্যমেই একজন মুমিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দর্শন লাভ করে। আমরা যদি একটু ভেবে দেখি, তাহলে দেখতে পাই নামায এমন একটি ইবাদত যেখানে আল্লাহপাকের মহিমাগীতি করা হয়, তার প্রশংসা করা হয়, তার পবিত্রতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়, নিজের পাপ ও দূর্বলতা স্বীকার করে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাওয়া হয় এবং মহানবীর (সা.) প্রতি আশিস কামনাও করা হয়। তাই বলা যায় পুরো নামাযই হচ্ছে দোয়া। যেখানে সবকিছুকে একত্রিত করেছে নামায, তাহলে কেন এ থেকে আমরা লাভবান হব না।পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা' লা ইরশাদ করেন, 'নিশ্চয় আমি-ই আল্লাহ! আমি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। সুতরাং তুমি আমার ইবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য নামায কায়েম কর' (সূরা তাহা, আয়াত: ১৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একদা এক সাহাবী হুযূর (সা.) এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! কোন কাজ দ্বারা আগুনের আজাব হতে মুক্তি পাওয়া যাবে আর কোন কাজ দ্বারা জান্নাত লাভ করা সহজতর হবে? হযরত রাসূলে পাক (সা.) বললেন: 'আল্লাহ্র ইবাদত কর, তাঁর সাথে কোন কিছুকেই শরীক করবে না এবং নামায আদায় করবে' (বুখারী শরীফ)। নামায কায়েমের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহপাক নির্দেশ দিয়েছেন আর বর্তমান আমরা যে মৌসুম অতিবাহিত করছি এখন সবচেয়ে উত্তম সময় সুন্দরভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে তার ইবাদত করার।রাত যেহেতু বড় তাই শেষ রাতে উঠে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা যায় সহজেই আর এই রীতিকে যদিসারা জীবনের স্থায়ী রীতিতে পরিণত করে নিতে পারি তাহলেই হব ধন্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যারা তাদের রবের দরবারে সিজদা করে এবং দাঁড়িয়ে থেকেই রাত কাটিয়ে দেয়' (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৫)

নবী করিম (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তির ওপর রহমত নাজিল করেন, যিনি রাতে নিদ্রা থেকে জেগে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন এবং তার স্ত্রীকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেন। অতঃপর তিনি (তার স্ত্রী) তাহাজ্জুদ নামায আদায় করেন। এমনকি যদি তিনি (স্ত্রী) ঘুম থেকে জাগ্রত হতে না চান, তাহলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেন' (আবু দাউদ ও নাসাঈ)। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণানা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, কিয়ামত-এর দিনে সবার আগে যে জিনিসের হিসাব বান্দার কাছ থেকে নেয়া হবে তা হলো নামায। এ হিসাব সঠিক থাকলে সে সফলতা লাভ করে পরিত্রাণ পেয়ে গেলো। আর এ হিসাব যদি নষ্ট হয়, ত্রুটিযুক্ত হয় তবে সে বিফল হয়ে ঘাটতিতে পড়ে রইলো। তার ফরজে (অবশ্য আদায়যোগ্য নামাজে) কোনো ঘাটতি থেকে গেলে আল্লাহ্ তা' লা বলবেন, 'দেখো! আমার বান্দার নফলও কিছু আছে'। নফল থেকে থাকলে, ফরজের ঘাটতি সেই নফল দ্বারা পুরা করে দেয়া হবে। একই ভাবে তার অন্যান্য আমল সমূহেরও পর্যালোচনা করা হবে আর এর হিসাব-নিকাশ নিরক্ষিত হবে'

(তিরমিজি, কিতাবুস সালাত)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রাতে শেষ প্রহর যখন আসে আল্লাহতায়ালা তখন পৃথিবীতে সকাশে অবতরণ করেন আর বলেন, আছে কী কেউ? যে আমার কাছে দোয়া যাচনা করবে আর আমি তার দোয়া কবুল করবো। কেউ কী আছে? যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আমি তাকে মার্জনা করবো। কেউ কী আছে? যে তার নিজের দুঃখ ক্লেশ দূর করার জন্য দোয়া করবে আর আমি দু:খ ক্লেশ বিদূরিত করবো। এভাবে আল্লাহ তায়ালার এই আহ্বান করা (ততক্ষণ পর্যন্ত) চলতেই থাকে যতক্ষণ না প্রভাতের আলোক রেখা ফুটে ওঠে' (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২১, বৈরুতে মুদ্রিত)। নিয়মিত শেষ রাতে আরামের ঘুম পরিত্যাগ করে যারা ইবাদত করেন তারা ভালভাবেই জানেন এই নামাজের স্বাদ ও আনন্দের কথা। কিন্তু যারা শীতকে ভয় পায় আর ভাবে এই শীতে অজু করতে হবে আর অজু করলে না জানি অসুস্থ হয়ে যাই, এমন যারা ভাবে তাদের শরীর পূর্ব থেকেই আসলে অসুস্থ। কেননা, আল্লাহতায়ালা আমাদের ওপর এমন কোন দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেন নি যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। আমরা যা করতে পারব তা-ই তিনি আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। রাসুল (সা.) বলেন, 'তিনটি আমল পাপ মোচন করে, প্রথমত সংকটকালীন দান, দ্বিতীয়ত গ্রীষ্মের রোজা ও শীতের অজু' (আদ দোয়া লিত তাবরানি)। রাসুল (সা.) আরও বলেছেন, 'আমি কি তোমাদের জানাব না, কিসে তোমাদের পাপ মোচন করবে এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করবে? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই! হে আল্লাহর রাসুল (সা.)। তিনি বললেন, শীতের কষ্ট সত্ত্বেও ঠিকভাবে অজু করা' (মুসলিম)। অপর একটি এভাবে এসেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা বলব না, যা দ্বারা গুনাহ মাফ হয় এবং মর্যাদা বৃ দ্ধি করা হয়?' সাহাবিরা বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, 'মন না চাইলেও অজু করা, অধিক পদক্ষেপে মসজিদে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের জন্য অপেক্ষা করা' (মুসলিম)। তাই এই শীতকালে অজু করার ভয়ে আমরা যেন ইবাদত থেকে বঞ্চিত না থাকি আর একান্তই যাদের ঠান্ডার সমস্যা রয়েছে তারা গরম পানি ব্যবহার করুন, তারপরও শীতের রাতগুলোকে কাজে লাগান।শীতকাল এলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলতেন, 'হে শীতকাল! তোমাকে স্বাগত! শীতকালে বরকত নাজিল হয়; শীতকালে রাত দীর্ঘ হওয়ায় নামায আদায় করা যায় এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখা যায়।' হাসান বসরি (রহ.) বলেন, 'শীতকাল মুমিনের জন্য কতই না উত্তম! রাত দীর্ঘ হওয়ায় নামায আদায় করা যায় এবং দিন ছোট হওয়ায় রোযা রাখা যায়।' হযরত আমের ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) বলেছেন: 'শীতল গনিমত হচ্ছে শীতকালে রোযা রাখা' (তিরমিজি)। শীতল গনিমত বলতে মহানবী (সা.) এটাই বুঝিয়েছেন যে শীতকালে রোযা রাখাটা অত্যন্ত সহজলভ্য। যেহেতু শীতের রোযায় রোযাদার গরমের তৃষ্ণা অনুভব করে না তাই এই দিনগুলোতে রোযা রাখাও অনেক সহজ। এছাড়া আমরা যারা আহমদী, তারা আল্লাহর ফযলে সপ্তাহে কমপক্ষে একটি করে নফল রোযা নিয়মিতই রেখে আসছি, এখনও যদি কেউ এই নফল রোযা রাখা থেকে বঞ্চিত থাকেন তাহলে তার উচিত হবে শীতের এই দিনগুলোতে বেশি বেশি রোযা রাখা, আর এই অভ্যাসের ফলে বড় দিনেও রোযা রাখতে কোন কষ্ট হবে না। আর আল্লাহর জন্যই যারা রোযা রাখে তাদের কোন সময়ই কষ্ট হয় না, দিন বড় হোক বা ছোট। আসলে নামায এমন একটি ইবাদত যার সাহায্যে আরবের ধুলী ধূসর মরুভূমির মৃত্যুপ্রায় মানুষের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পাষাণ হৃদয়ের মানুষ গুলোও কেবলমাত্র নামাজের কল্যাণেই সকল প্রকার পাপ থেকে মুক্ত হয়ে খোদা লাভের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেই পুশুতুল্য মানুষ ফেরেশতায় রূপান্তর হয়েছিলেন কেবলমাত্র নামাযের মাধ্যমেই। মহানবীর (সা.) রাতের নামাজের দোয়া তাদের ওপর এমন প্রভাব পড়েছিল যে, যারা রসুলের প্রাণ নিতে সদা প্রস্তুত ছিল আর সেই তারাই মহানবীর জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। মহানবীর আদর্শে তার প্রিয় সাহাবীরাও এমনভাবে আদর্শবান হয়েছিলেন যে, যাদের নামায দ্বারা পৃথিবীতে জান্নাতের সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। দুঃখজনক হলেও সত্য এটাই যে, রাসুলে করিম (সা.)-এর অবর্তমানে কালের পরিক্রমায় মুসলিম উম্মাহতে সেই সব নামাযির সংখ্যা অনেক কমে যায়, যার ফলে পৃথিবীতে জান্নাতের যে সুবাতাস প্রবাহিত হয়েছিল তা কমে যায়। আর তাই তো জান্নাত স্বাদৃশ্য পৃথিবীটা যেন আজ জাহান্নামের অনলে জ্বলে পুড়ে ছাড়খাড় হচ্ছে। নামাযের প্রতি মুসলিম উম্মাহর অবজ্ঞা-উদাশীনতার ফলে পৃথিবীর প্রতিটি জনপদে জাহান্নামের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। কোথাও যেন শান্তি নেই, সর্বত্রই যেন অশান্তি। সব ধরণের অশান্তি থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হল সেই খোদার দরবারে সিজদাবনত হওয়া। আর আমরা যারা প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর অনুসারী তাদের তো নামাযে গাফেল হওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, তিনি (আ.) স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'যে ব্যক্তি দৈনিক নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে না, সে আমার জামা'ত ভূক্ত নয়' (কিশতিয়ে নূহ)।তাই আসুন, পরকালকে নিয়ে একটু ভাবি, এ পৃথিবী থেকে কিছুই নিয়ে যেতে পারব না, কেবলমাত্র পুণ্যকর্মই সাথে যাবে। বাহ্যিকতার পিছুনে না ছুটে পরকালের জন্য কি জমা করছি তা স্মরণের সময় কি এখনও আসে নি? আল্লাহ্ তা' লা আমাদের সকলকে তার ইবাদত করার তৌফিক দান করুন, আমিন।

****

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অগণিত বই পুস্তকে, বক্তৃতায়, অধিবেশনে, তাঁর দাবির সত্যতার সমর্থনে যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যুগের প্রয়োজন অনুসারে মসীহ্ মওউদের আগমণ আর ঐশী সমর্থন তাঁর পক্ষে যে রয়েছে সে কথা তিনি পরিস্কারভাবে উল্লেখ করেছেন। যারা স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিল তারা বুঝতে পেরেছে আর যাদের হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষ ছিল, স্বার্থপর যারা ছিল, তারা বুঝতে পারে নি।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নিজের দাবীর সত্যতার স্বপক্ষে উপস্থাপিত বিভিন্ন যুক্তি ও দলিল, লক্ষণাবলী এবং নিদর্শনাবলীর উল্লেখ, মুসায়ী মসীহর সঙ্গে মহম্মদী মসহীর সাদৃশ্যের বর্ণনা

যেখানে রসূলে করীম (সা.) এর মূসা (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে সেই সাদৃশ্যের নিরীখে এই শতাব্দির মুজাদ্দেদ ঈসা বা মসীহ হওয়া আবশ্যক। কেননা মূসা (আ.) এর পর ঈসা (আ.) চতুর্দশ শতাব্দিতে এসেছেন। ইসলামে আজকাল চতুর্দশ শতাব্দি।

“আমাকে অস্বীকার করার অর্থ হল পক্ষান্তরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) কে অস্বীকার করা।

আল্লাহ্ তা’লা মুসলমানদের বিবেক বুদ্ধি দিন তারা যেন মৌলভীদের ফাঁদে পা না দেয় বরং নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটায় আর বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে যেন সাহায্য চায়। আল্লাহ্ তা’লা এদের হৃদয় উন্মু ক্ত এবং উন্মোচন করুন আর মসীহ্ মওউদকে মেনে এরা যেন এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যে অবস্থায় আজকে মুসলমান বিশ্ব নিমজ্জিত।

লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্ সত্যিকার অর্থে আমরা আহমদীরাই বলে থাকি যারা মহানবী (সা.) এর কথা আহ্বান শুনেছে যে আবার মসীহ্ এবং মাহ্দী যখন আসে তাঁকে মানবে এবং সালাম পৌঁছাবে, এটিই হল রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া সত্যিকার অর্থে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে **প্রদত্ত** ১৭ ই নভেম্বর, ২০১৭, **এর জুমুআর খুতবা (১৭ নবুয়ত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূ র আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক পঙক্তিতে বলেন,

‘ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা, না কিসি অউর কা ওয়াক্ত

ম্যাঁ না আতা তো কোই অউর হি আয়া হোতা’(দুররে সমীন উর্দু, পৃষ্ঠা: ১৬০)

অর্থাৎ, অন্য কারো নয় বরং এ যুগই ছিল মসীহ্‌র যুগ, আমি না এলেও অবশ্যই অন্য কেউ আসত। সে যুগে মুসলমানরা যে সময় অতিবাহিত করছিল যাদের হৃদয়ে মুসলমানদের জন্য বেদনা ছিল তাদের জন্য সেই যুগ সত্যিই গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার যুগ ছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি অনুসারে ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রে চলে গিয়েছিল। বাস্তবে মুসলমানদের মাঝে না ছিল ধর্ম আর না ছিল ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা কোন পরিত্রাতার আগমণের অপেক্ষায় ছিল যিনি ইসলামের এই ডুবতে বসা নৌকাকে উদ্ধার করবেন। তাদেরই মাঝে একজন বুযর্গ ছিলেন লুধিয়ানা নিবাসী সূফি আহমদ জান সাহেব। দূরদূরান্তে তাঁর খ্যাতি ছিল এবং অনেক মুরিদ ও শিষ্য ছিল। তার পুণ্যের কারণে একবার জম্মুর মহারাজা তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন, জম্মুতে এসে আমার জন্য আপনি দোয়া করুন, কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, দোয়া যদি করাতেই হয় তাহলে আমার কাছে এসে আপনি দোয়ার আবেদন করুন। যাহোক, বড় বড় মানুষ তার ভক্ত ছিল। শুরু থেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি হযরত সূফি আহমদ জান সাহেবের গভীর অনুরাগ এবং ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। তখনও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কোন দাবি করেন নি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। তিনি যুগের সেই অবস্থা এবং যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেছিলেন যে

‘হাম মরীযোঁ কি হ্যায় তুমহি পে নিগাহ, তুম মসীহা বানো খুদা কে লিয়ে’ - অর্থাৎ, আমরা ব্যাধিগ্রস্থ লোকেদের দৃষ্টি তোমাতে নিবদ্ধ, তুমি খোদার খাতির মসীহ্ বা যুগের চিকিৎসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হও।)

যাহোক, যেভাবে আমি বলেছি– হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবির পূর্বেই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনিই যুগের ইমাম এবং মসীহ্ মওউদ। তাই তিনি তাঁর সন্তান-সন্ততি এবং শিষ্যদেরকে এই নসীহত করেছিলেন যে, তিনি যখনই দাবি করেন তাঁকে গ্রহণ করবে।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা: ৩৪২-৩৪৩ থেকে সংকলিত)

যাহোক, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন বুযুর্গ ব্যক্তিরা জানতেন যে, ইসলামের এই দোদুল্যমান জাহাজকে এ যুগে যদি কেউ উদ্ধার করতে পারে তবে তিনি হলেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। কেননা তিনি বারাহীনে আহমদীয়া লিখে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত রচনা এমন ছিল যার কোন উত্তর ইসলামের বিরুধীদের কাছে ছিল না। যতদিন তিনি দাবি করেন নি, বড় বড় আলেম তাঁর প্রতি অনুরাগী ছিল। কিন্তু খোদার নির্দেশে যখন তিনি দাবি করেন তখন সেই একই আলেম শ্রেণি ব্যক্তিস্বার্থে তাঁর বিরোধীতা আরম্ভ করে আর আজ পর্যন্ত এসব স্বার্থপর শ্রেণিই তাঁর বিরোধীতা করে চলেছে এবং সাধারণ মুসলমানদের হৃদয়েও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা’তের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর অগণিত বই পুস্তকে, বক্তৃতায়, অধিবেশনে, তাঁর দাবির সত্যতার সমর্থনে যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। যুগের প্রয়োজন অনুসারে মসীহ্ মওউদের আগমণ আর ঐশী সমর্থন তাঁর পক্ষে যে রয়েছে সে কথা তিনি পরিস্কারভাবে

উল্লেখ করেছেন। যারা স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিল তারা বুঝতে পেরেছে আর যাদের হৃদয়ে হিংসা এবং বিদ্বেষ ছিল, স্বার্থপর যারা ছিল, তারা বুঝতে পারে নি।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর ভাষায় কিছু যুক্তি এবং প্রমাণ উপস্থাপন করব যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। ইসলামে বিদাত অনুপ্রবেশ করেছে, ধর্ম মূল অবস্থায় বিদ্যমান নেই, আলেম মাশায়েখরা নিজ নিজ ব্যাখ্যা করেছে বিভিন্ন বিষয়ের আরো অনেক বিদাত ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে। কার্যত মুসলমানরা ধর্ম থেকে বিচ্যুত আর ভিন ধর্মী বিশেষ করে খ্রিষ্টান পাদ্রিরা সুকৌশলে ইসলামের ওপর আক্রমণ করছে। আর তিনি এ কথাও বলেছেন যে, এসব বিষয় এবং অবস্থা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল করেছেন। ইসলামের পুনর্জাগরণ এবং পুনরুত্থানের জন্য আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল এক মহাপুরুষের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণীও করেছেন। এ কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

'আমাদের দাবিকে এক পাশে রেখে দিয়ে এই কথাগুলো চিন্তা করে এক ব্যক্তির উত্তর দেওয়া উচিত যে, আমাকে যদি মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান কর তাহলে ইসলামকেই পরিত্যাগ করতে হবে। (আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করলে ইসলাম থেকে তোমরা দূরে ছিটকে পড়বে।) আমি সত্য সত্যই বলছি যে, কুরআনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা নিজের ধর্মের সুরক্ষা করেছেন আর রসূলে করীম (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করেছে। কেননা একান্ত প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে মহানবী (সা.) প্রদত্ব শুভ সংবাদ অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর প্রমাণ হয়ে গেছে যে 'সাদাকাল্লাহু ওয়া রাসূলুহু'। আল্লাহ এবং তাঁর নবী (সা.) এর কথা সত্য। প্রকৃতিগতভাবে সেই ব্যক্তি অত্যাচারী, যে এগুলোকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে।'

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬-৭)

তিনি ১৯০৩ সনে এটি লিখেছেন আর বলেছেন, আমার দাবির পর ২২ বছর কেটে গেছে, ঐশী সমর্থন আমার পক্ষে রয়েছে। যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার সমর্থনে কেন ঐশী সাহায্য সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে? (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭ থেকে সংকলিত)

এছাড়া যুগও হাতছানি দিয়ে কাউকে ডাকছে আর সবাই এই কথা স্বীকার করে যে, এই যুগেই মসীহ্র আগমণ নির্ধারিত ছিল। প্রয়োজন যেখানে স্পষ্ট সেখানে আমি যদি সত্য না হই অন্য কাউকে উপস্থাপন কর, অবশ্যই কোন সংস্কারকের আসা উচিত মুসলমানদের সংশোধনের জন্য। কেননা নৈরাজ্য চরম রূপ পরিগ্রহ করেছে আর মুসলমানদের মাঝেও অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করেছে। তাই আমাকে যদি মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করতে হয় দু'টো রাস্তা আছে তোমাদের কাছে, হয় অন্য কোন সংস্কারককে উপস্থাপন কর কেননা যুগ সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে কিম্বা ঐশী প্রতিশ্রুতিকে তোমরা প্রত্যাখ্যান কর আর বল যে সব প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিল। এমন বিকৃত যুগে, নৈরাজ্যপূর্ণ যুগে কোন সংস্কারককে প্রেরণের যে প্রতিশ্রুতি ছিল সেগুলো মিথ্যা। তিনি বলেন, "ধর্মের সুরক্ষা করার অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। কিছু এমন মানুষ চোখে পড়ে যারা বলে যে ইসলামের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এরা চরম ভ্রান্তিতে নিপতিত। (তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন যে) কোন ব্যক্তি যে বাগান তৈরী করে বা ঘর বানায় তার জন্য কি এটির সুরক্ষা করা আবশ্যক নয় বা সে কি শত্রুর লুটতরাজ থেকে রক্ষার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে চায় না? বাগানের চতুপার্শ্বে কত প্রকার বেড়া এবং নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা হয় আর ঘরকে অগ্নির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিত্য নতুন উপায় বের করা হয়। বজ্রাঘাত থেকে রক্ষা পেতে তার লাগানো হয়। এ বিষয়টি এই প্রকৃতির দিকে ইঙ্গিত করে যা সহজাতভাবে মানুষের মাঝে বিদ্যমান। তাই প্রশ্ন হল খোদার জন্য কী এটি বৈধ নয় যে, তিনি ধর্মের সুরক্ষার ব্যবস্থা নিবেন? অবশ্যই সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন, সকল বিপদের সময় ধর্মকে তিনি রক্ষা করেছেন। এখনও প্রয়োজনের মুহূর্তে এজন্য তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। হ্যাঁ, সুরক্ষার এই বিষয়টি হয়তো সন্দেহযুক্ত হতে পারে বা এর অস্বীকার করা যেতে পারে যদি অবস্থা এবং প্রয়োজন না থাকে। (অবস্থা এবং প্রয়োজন যদি এর সমর্থন না করত তাহলে তোমরা বলতে পারতে যে, আমি অসময় বা ভুল সময়ে এসেছি) কিন্তু কয়েক কোটি গ্রন্থাদি ইসলামের বিরুদ্ধে ছাপা হয়েছে আর বিজ্ঞাপন এবং দুই পৃষ্ঠা সম্বলিত হস্তবিল তো হিসাবের বাইরে প্রতিদিন, সাপ্তাহিক, মাসিক ভিত্তিতে পাদ্রীদের পক্ষ থেকে ছাপা হচ্ছে। সে সকল গালি যদি একত্রে রাখা হয় তাহলে যা আমাদের দেশের মুরতাদ খ্রিষ্টানরা নিষ্পাপদের সর্দার (সা.) এবং তাঁর পবিত্র সহধর্মিনীদের সম্পর্কে ছাপিয়েছে তা যদি এক সাথে রাখা হয় তাহলে বেশ কিছু বড় বড় কুঠি এসব গ্রন্থে ভরে যাবে। এই কুঠিগুলো যদি একটির পর অন্যটিকে রাখা হয় তাহলে বেশ কয়েক মাইল দীর্ঘ বা বিস্তৃত হবে তা। (এক ব্যক্তি ছিল এমাদুদ্দিন। মুসলমান ছিল, পরে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে, পাদ্রী হিসেবে কাজ করে।) তিনি বলেন যে, এমাদুদ্দিনের রচনাবলী যে ভয়াবহ ছিল, কতক ন্যায় পরায়ন খ্রিষ্টানও সেই কথা স্বীকার করে। (খ্রিষ্টানরাও বলে যে, তার রচনাবলী অনেক ভয়াবহ।) লখনউ থেকে একটা পত্রিকা 'সামসুল আখবার' সেই যুগে ছাপতো, তার কোন কোন গ্রন্থ সম্পর্কে তাতে এই মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ভারতে যদি কোন সময় পুনরায় দাঙ্গা-বিদ্রোহ হয় তাহলে এমন রচনাবলীর মাধ্যমে হবে (যা এই পাদ্রী লিখে থাকে।) এমন পরিস্থিতেও এরা বলে যে ইসলামের কিসের ক্ষতি হয়েছে? এমন কথা তারা বলতে পারে, যাদের হয়তো ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই বা ইসলামের জন্য হৃদয়ে যাদের কোন বেদনা নেই বা যারা কক্ষের অন্ধকারে বড় হয়েছে এবং বাইরের জগতের যাদের কোন খবর নেই। এমন মানুষই এমন পরিস্থিতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। হ্যাঁ, যাদের হৃদয়ের জ্যোতি ঃ আছে, ইসলামের প্রতি যাদের ভালোবাসার সম্পর্ক আছে আর যুগের অবস্থা সম্পর্কে যারা অবহিত তাদের স্বীকার করতে হয় যে, এই সময়টি কোন মহান সংস্কারকের সময়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

সংস্কারকের আগমণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সাক্ষ্য বা লক্ষণাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে অসাধারণ এক সাক্ষ্য যা তিনি উল্লেখ করেছেন তা হল: বিভিন্ন কথার ধারাবাহিকতায় এটি বলেন- "এক অসাধারণ সাক্ষ্য আমি তুলে ধরব, তা সূরা নূরের প্রদত্ত খিলাফতের প্রতিশ্রুতি, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

তিনি বলেন এই আয়াতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) এর জামা'তে যেসব খলীফাদের অভ্যুদয় হবে তা পূর্বের খলীফাদের মতই হবে। অনুরূপভাবে কুরআনে মহানবী (সা.) কে মূসার মসিল বা প্রতিচ্ছবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেমন বলেছেন إِنَّآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا (সূরা মুযাম্মেল: আয়াত-১৬) তিনি বলেন যে, বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণের প্রতিশ্রুতি অনুসারে তিনি ঈসার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব। এই সাদৃশ্য দিতে গিয়ে যেভাবে 'কামা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে অনুরূপভাবে সূরা নূরে 'কামা' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। এটি থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, মূসায়ী ধারা এবং মুহাম্মদী জামা'তের পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে। মূসায়ী ধারার খলীফাদের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ হযরত ঈসায়। তিনি মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দিতে এসেছেন। এই সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে অন্ততঃ পক্ষে চতুর্দশ শতাব্দিতে এক খলীফা সেই বৈশিষ্ট্য এবং শক্তি সম্পন্ন জন্ম নেওয়া আবশ্যক যিনি ঈসার সাথে সামঞ্জস্য রাখবেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসবেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ের পক্ষে অন্যান্য সাক্ষ্য এবং সমর্থন প্রকাশ না করলেও এই সাদৃশ্যের সহজাত দাবি ছিল চতুর্দশ শতাব্দিতে তাঁর উম্মতে ঈসার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিবিম্ব আসবে। নতুবা তাঁর সাদৃশ্যে একটা ত্রুটি এবং দুর্বলতা প্রমাণিত হয় কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল এই সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্যের সমর্থনই করেন নি, বরং এটিও প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, মূসার প্রতিচ্ছবি মূসা থেকে এবং সব নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মহানবী (সা.) হযরত মূসা এবং সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন: যেভাবে ঈসা (আ.) কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি বরং তওরাতের প্রতিপাদনের জন্য এসেছেন অনুরূপভাবে মুহাম্মদী ধারার ঈসাও নিজের নতুন কোন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি বরং কুরআনের পুনরুজ্জীবনের জন্য এসেছেন আর সেই পূর্ণতা দানের জন্য এসেছেন যেটিকে প্রচারের পূর্ণতা বলা হয়।"

এরপর প্রচারের পূর্ণতার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন- "হেদায়াতের প্রচারের পূর্ণতা সম্পর্কে স্মরণ রাখা উচিত, মহানবী (সা.) এর সত্তায় যে নেয়ামত পূর্ণতা লাভ করেছে এবং ধর্ম সম্পূর্ণ হয়েছে তার দু'টো দিক আছে। প্রধানত: হেদায়াত বা সত্যের সম্পূর্ণতা দ্বিতীয়টি হল হেদায়াতের প্রচারের পূর্ণ তা অর্থাৎ পূর্ণ হেদায়াত, পূর্ণ শিক্ষা লাভ হয়েছে, হেদায়াত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষার এবং হেদায়াতের প্রচারের পূর্ণতা। হেদায়াত সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর প্রথম আগমনে ঘটেছে আর হেদায়াতের প্রচারের সম্পূর্ণতা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের সাথে সম্পর্ক রাখে। মহানবী (সা.) এর যুগে শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে আর হেদায়াত পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর দ্বিতীয়

আগমন যা হওয়ার ছিল অর্থাৎ তাঁর যে নিষ্ঠাবান দাস মসীহ্ মওউদের আসার কথা ছিল তাঁর যুগে এর প্রচার এবং প্রসার হওয়ার কথা। কেননা সূরা জুমুআতে "আখারিনা মিনহুম" আয়াত তাঁর কল্যাণরাজী এবং শিক্ষার মাধ্যমে আরেক জাতি প্রস্তুত করার শিক্ষা দেয়। তা থেকে পরিস্কারভাবে বুঝা যায় যে, তাঁর আরো একবার আবির্ভাব ঘটবে। আর এটি প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্ব স্বরূপ হবে, যা এখন হচ্ছে। অতএব এ সময়টি হেদায়াত বা শিক্ষার প্রচারের পূর্ণতার যুগ, এ কারণেই শিক্ষার প্রচার এবং প্রসারের সকল দিক এবং পরম রূপ পরিগ্রহ করছে। অগনিত ছাপাখানা রয়েছে, প্রতিদিন নিত্য নতুন বিষয়ে এর সাথে সংযোজন হওয়া টেলিগ্রাম, রেল, জাহাজ আর পত্র-পত্রিকার প্রচার, প্রসার এসব বিষয় সম্মিলিত রূপে পৃথিবীকে একটা বিশ্ব পল্লীর রূপ দিয়েছে (পৃথিবী এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেছে, আর এ যুগে এটি আরো ছোট হয়ে গেছে। সোসাল মিডিয়া, ইন্টারনেট টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে পৃথিবীর আরও সঙ্কুচিত হয়ে গেছে) এসব উন্নতি সত্যিকার অর্থে মহানবী (সা.)এরই উন্নতি, অগ্রগতি, কেননা এভাবে তাঁর পূর্ণ হিদায়াতের উৎকর্ষের দ্বিতীয় দিক হিদায়াত প্রচার পূর্ণতা লাভ করছে।"

মুহাম্মদী মসীহ এবং মূসায়ী মসীহর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন- "এই সাদৃশ্য তেমনি যেমন ঈসা (আ.) বলেছিলেন আমি তওরাতের পূর্ণতার জন্য এসেছি আর আমি বলি যে, আমার আরেকটি কাজ হল হেদায়াতের প্রচারের কাজকে পূর্ণতা দেওয়া। এছাড়া হযরত ঈসা (আ.) এর যুগে যেসব সমস্যা বিপত্তি দেখা দিয়েছিল একই ধরণের সমস্যা বিপত্তি এখানেও রয়েছে, অভ্যন্তরীণভাবে ইহুদীদের অবস্থা চরম বিকৃতির শিকার হয় আর ইতিহাস থেকে এ বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তওরাতের শিক্ষাকে তারা জলাঞ্জলি দিয়েছিল, এর জায়গায় তালমুদ এবং প্রবীণদের রীতি-নীতির ওপর তারা জোর দিত। এখন মুসলমানদের অবস্থাও এমনই, আল্লাহ্র কিতাব অর্থাৎ কুরআনে করীমকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, এর জায়গায় বিভিন্ন কেচ্ছাকাহিনী এবং রেওয়ায়েতের ওপর জোর দেওয়া হয়।"

তিনি আরো বলেন যে, "এসব কিছুর উর্দ্ধে আরো একটি রহস্য আছে যা সাদৃশ্যতকে পূর্ণতা দিয়ে থাকে, তাহল হযরত ঈসা (আ.) নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিতেন আর মূসায়ী জেহাদের সংশোধন বা রোহিত করার জন্য এসেছিলেন, কোন তরবারী তিনি হাতে নেন নি, ঈসা (আ.) এর জন্য এটাই অবধারিত ছিল। ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্যকে ব্যবহারিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা আর সে আপত্তিকে দূরীভূত করা। ইসলামের সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে এভাবে আপত্তি উঠানে হয় যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এই আপত্তি মসীহ্ মওউদের যুগে সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত প্রমাণ করা হবে। মসীহ্ মওউদ এর বিরুদ্ধে কথা বলবেন বরং প্রমাণ করবেন যে, ইসলাম প্রেম-প্রীতি ভালোবাসার শিক্ষা দেয় আর তার মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে। তাই মসীহ্ মওউদের যুগে এই আপত্তি দূরীভূত হবে। কেননা তিনি ইসলামের নিত্য নতুন বরকত এবং কল্যাণ বা প্রস্রবণরাজির মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর সামনে প্রমাণ করেন। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণিত হবে যে, আজকে উন্নতির যুগে যেভাবে ইসলাম স্বীয় পবিত্র শিক্ষা, এর কল্যাণরাজি এবং পরিণামের দিক থেকে উপযোগী এবং কল্যাণকর অনুরূপভাবে সকল যুগে কল্যাণকর এবং প্রভাববিস্তারি প্রমাণিত হয়েছে। কেননা এটি জীবন্ত ধর্ম আর এ কারণেই মহানবী (সা.) আগমণকারী মসীহ্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী যেখানে করেছেন সেখানে একই সাথে এটিও বলেছেন যে, 'ইয়াযাউল হারব' তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন, যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। এসব সাক্ষ্য একত্রিত কর আর বল যে, এখন কী আকাশ থেকে কোন খোদা প্রেরিত পুরুষ আসা আবশ্যক নয়? যেখানে একথা স্বীকার করে নেওয়া হল যে, শতাব্দির শিরোভাগে মুজাদ্দেদ আসা আবশ্যক, সেখানে এই শতাব্দির মুজাদ্দেদ অবশ্যই আসবেন। পুনরায় যেখানে রসূলে করীম (সা.) এর মূসা (আ.)-এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে সেই সাদৃশ্যের নিরীখে এই শতাব্দির মুজাদ্দেদ ঈসা বা মসীহ হওয়া আবশ্যক। কেননা মূসা (আ.) এর পর ঈসা (আ.) চতুর্দশ শতাব্দিতে এসেছেন। ইসলামে আজকাল চতুর্দশ শতাব্দি।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯-১২)

আমাকে যদি অস্বীকার কর আর মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান যদি কর তাহলে তোমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়ীত করছ, নাউযুবিল্লাহ। তিনি বলেন, "আমাকে অস্বীকার করার অর্থ হল পক্ষান্তরে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.) কে অস্বীকার করা। কেননা যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করে সে আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে আল্লাহ্ তা'লাকে নাউযুবিল্লাহ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। অথচ সে দেখছে যে অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত নৈরাজ্য সীমাতিরিক্ত। আল্লাহ্ তা'লার إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (আল-হিজর: ১০) প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সংশোধনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না অথচ তারা এই কথার ওপর ঈমান রাখে যে আল্লাহ্ তা'লা আয়াতে 'ইস্তেখলাফে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মূসায়ী জামা'ত এবং ধারার ন্যায় মুহাম্মদী ধারাতেও খলীফাদের ধারার সূচনা করবেন কিন্তু নাউযুবিল্লাহ তিনি এ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। আর উম্মতে এখন কোন খলীফা নেই আর কেবল এতটাই নয় বরং এ কথাকেও অস্বীকার করতে হবে যে, কুরআন শরীফে মহানবী (সা.) কে যে মূসার অনুরূপ বা প্রতিচ্ছবি আখ্যা দেওয়া হয়েছে এটিও সঠিক নয়, নাউযুবিল্লাহ। কেননা এই জামা'ত এবং এই ধারার পূর্ণ সাদৃশ্যের জন্য আবশ্যক ছিল। চতুর্দশ শতাব্দিতে এই উম্মত থেকে এই ঈসার জন্ম হওয়া ঠিক সেভাবে যেভাবে মূসায়ী ধারায় চতুর্দশ শতাব্দিতে এক ঈসা বা মসীহ্ এসেছেন। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত اٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এ আগমণকারী আহমদের প্রতিচ্ছবির সংবাদ যে দেয় তাও প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এভাবে কুরআনে আরো অনেক আয়াতকে মিথ্যা আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তাই ভাব যে, আমাকে অস্বীকার করা কি কোন সহজ বিষয়? আমি নিজে এ কথা বলছি না, আল্লাহ্র কসম খেয়ে বলছি যে, সত্য এটি, যে আমাকে পরিত্যাগ করবে, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করবে সে মৌখিকভাবে না করলেও কার্যত পুরো কুরআনকে মিথ্যা আখ্যায়ীত করল আর খোদাকে ছেড়ে দিল।....."

তিনি আরো বলেন যে, "আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) কে প্রত্যাখ্যান করা। এখন আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দেওয়ার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের পূর্বে কিছুটা ভাবা উচিত এবং নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, সে কাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করছে। তাঁকে অস্বীকার করলে মহানবী (সা.) কে অস্বীকার করা হয়।"

এর বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি যখন বলি যে, মহানবী (সা.) কে তোমরা মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করছ, নাউযুবিল্লাহ। এটি এভাবে যে, তিনি (সা.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, 'প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাগে মুজাদ্দেদ আসবে'- এটি নাউযুবিল্লাহ মিথ্যা প্রমাণিত হবে। পুনরায় তিনি যে 'ইমামুকুম মিনকুম' বলেছেন তাও ভুল প্রমাণিত হল, নাউযুবিল্লাহ। আর ক্রুশীয় নৈরাজ্যের যুগে এক মসীহ ও মাহদী আসার যে শুভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাও নাউযুবিল্লাহ ভুল প্রমাণিত হল, কেননা নৈরাজ্য তো বিরাজমান কিন্তু আগমণকারী ব্যক্তি আসলেন না। যে এসব কথা স্বীকার করে, সে কী নাউযুবিল্লাহ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহকে কার্যত মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করল না কি করল না। আমি স্পষ্ট করে বলছি যে, আমাকে অস্বীকার করা সহজ বিষয় নয়, আমাকে কাফের আখ্যায়িত করার পূর্বে নিজে কাফের হতে হবে। আমাকে বেদ্বীন ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে বেদ্বীনি ও কলঙ্কের মালা পরতে হবে, আমাকে কুরআন এবং হাদীস পরিত্যাগকারী আখ্যা দেওয়ার পূর্বে স্বয়ং নিজেকে কুরআন এবং হাদীসকে ছাড়তে হবে আর কার্যত সে-ই ছাড়বে। আমি কুরআন এবং হাদীসের সত্যায়নকারী এবং সত্যায়নস্থল, আমি পথভ্রষ্ট নই, বরং আমি মাহদী, আমি অবিশ্বাসী নই, বরং আমি 'আনা আউয়ালুন মু'মিনীন'-এর প্রকৃত সত্যায়নকারী । আমি যা কিছু বলি যে সম্পর্কে আল্লাহ আমার সামনে প্রকাশ করেছেন, সেগুলি সবই সত্য। যার খোদার সত্তায় বিশ্বাস আছে, যে কুরআন এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে তার জন্য এ যুক্তি এবং এ প্রমাণই যথেষ্ট, যে আমার মুখে শুনে নীরবতা পালন করে, কিন্তু যে দু:সাহসী এবং ধৃষ্ট তার কোন চিকিৎসা নেই। আল্লাহ্ স্বয়ং তাকে বোঝাবেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪-১৬)

পুনরায় মসীহ্ মওউদের আগমণ সংক্রান্ত কতক নিদর্শনাবলীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন-

" সত্যিকার অর্থে এই রেলওয়ের পথ মসীহ্ মওউদেরই সত্যতার একটি নিদর্শন। কুরআন শরীফেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যেমন وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (আত্ তাকবীর: ৫) যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনী পরিত্যক্ত হবে। ধার্মিকতা তাকওয়ার মাধ্যমে দৃঢ়তা লাভ করে, এরা যদি চিন্তা করে তাহলে পরিস্কারভাবে বুঝা যাবে যে, "লা ইউতরাকান্নালকিলাসু' হাদীসে রেলের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যদি এর অর্থ রেল করা না হয় তাহলে তাদের জন্য আবশ্যক হবে সেই ঘটনা বা সেই বিষয় উল্লেখ করা যার মাধ্যমে উট পরিত্যক্ত হবে। পূর্বের বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, তখন অর্থাৎ মসীহ্র যুগে যাতায়াত সহজ হয়ে যাবে। সত্য কথা হল এত নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে যে, মানুষ তো এখন ময়দান খালি রেখে পালিয়ে গেছে। যেমন রমযান মাসে চন্দ্র সূর্য গ্রহণ কি ঠিক সেভাবে হয় নি যেভাবে মাহদীর লক্ষণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সৃষ্টির সূচনা থেকে এমন কোন

বাহন ছিল না। তিনি বলেছেন, লক্ষণাবলী বলছে যে, মসীহ্ মওউদের জন্ম হয়ে গেছে, যদি এরা আমাকে না মানে তাহলে অন্য কোন ব্যক্তিকে সন্ধান করা উচিত আর বলা উচিত যে, কে সেই ব্যক্তি। কেননা যে সমস্ত নিদর্শনাবলী তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি পূর্ণতা লাভ করেছে।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৪-৫৫)

তিনি বলেন, আমার সত্যতা যদি যাচাই করতে হয় তাহলে নবীদের জন্য যে মানদণ্ড বা যুক্তিপ্রমাণ আছে সেগুলোর মাপকাঠিতে দেখ, সেই পন্থা অবলম্বন কর, পুতঃ পবিত্র সদিচ্ছার সাথে এবং পুণ্যের ভিত্তিতে যুক্তি প্রমাণ দেখ, সন্ধান কর। যদি হঠকারিতা প্রদর্শন কর তাহলে কিছুই দেখবে না। কুরআনও তখন হেদায়াত দান করবে না। নবুয়্যতের মানদণ্ডে এই জামা'তকে পরীক্ষা কর তারপর দেখ সত্য কার সাথে। অলীক এবং কাল্পনিক কথা বা ধারণায় কিছু হয় না। আমি কাল্পনিক কথার মাধ্যমে আমার সত্যায়নও করি না, আমি আমার দাবিকে নবুয়্যতের মাপকাঠিতে উপস্থাপন করি। তাই আমার কথাগুলো খোলা মনে শোনার জন্য একই নীতির ভিত্তিতে সত্যতা কেন যাচাই করা হবে না। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, সে লাভবান হবে আর গ্রহণ করবে কিন্তু যাদের হৃদয় কার্পণ্য এবং বিদ্বেষ রয়েছে আমার কথা তাদের কোন উপকারে আসবে না। তাদের দৃষ্টান্ত এমন ব্যক্তির মত যার দৃষ্টি বক্র। এমন ব্যক্তি একটা জিনিসকে দু'টি দেখে। জিনিস একটি বলে তাকে যতই যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হোক না কেন, সে মানবে না। এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনান যে, এমনই এক ব্যক্তি ছিল যার বক্র দৃষ্টি ছিল। সে কারো ভৃত্য ছিল। তার মনিব তাকে বলে যে, ভিতর থেকে আয়না নিয়ে আস, সে যায় আর ফিরে এসে বলে যে ভিতরে দু'টো আয়না পড়ে আছে, কোনটি নিয়ে আসব? তার মনিব বলেন একটিই আছে, দু'টো নয়, সেই বক্রদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বলে আমি কি মিথ্যাবাদী? আমি দু'টো দেখছি আর আপনি বলছেন একটি, তার মনিব বলে যে আচ্ছা একটি ভেঙ্গে ফেল, ভেঙ্গে ফেলার পর সে বুঝতে পেরেছে যে তার নিজেরই ভুল ছিল।আয়না একটিই ছিল, সেটি ভেঙ্গে ফেলেছে। তাই এমন বক্রদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ যারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান তাদেরকে কি উত্তর দিব? বস্তুত আমরা দেখি যে এরা বারংবার কেবল হাদীসের স্তুপই উপস্থাপন করে, যেটিকে তারা আনুমানিক বিষয়ের চেয়ে বড় মর্যাদা দেয় না। তারা জানে না একটি সময় এমন আসবে যখন তাদের আজে বাজে বিষয় দেখে মানুষ হাসবে। প্রত্যেক সত্যান্বেষীর অধিকার রয়েছে আমাদের কাছে, আমাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ চাওয়ার। এর জন্য আমরা তা-ই উপস্থাপন করব যা নবীরা উপস্থাপন করেছেন, কুরআনের আয়াত এবং হাদীস আমরা উপস্থাপন করব, যৌক্তিক প্রমাণাদি অর্থাৎ বর্তমান যুগের অবস্থা যা এক সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকে এরপর সেই সমস্ত নিদর্শনাবলী যা আল্লাহ্ আমার হাতে প্রকাশ করেছেন। আমি আমার নিদর্শনাবলীর উল্লেখ সম্বলিত একটা নকশা সংকলন করেছি যাতে দেড়শত নিদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যার সাক্ষী এক দৃষ্টিকোণ থেকে কোটি কোটি মানুষ। বৃথা বিষয় উপস্থাপন করা পুণ্যবানদের কাজ নয়। মহানবী (সা.) এই কারণেই বলেছেন যে তিনি হাকাম বা ন্যায় বিচারক হিসেবে আসবেন। তার সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নাও। যাদের হৃদয়ে দুষ্টবুদ্ধি থাকে তারা যেহেতু মানতে চায় না, তাই বাজে যুক্তি-তর্ক আর আপত্তি উত্থাপন করে কিন্তু তাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'লা অবশেষে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে একদিন জোরালো আক্রমণের মাধ্যমে আমার সত্যতা প্রকাশ করবেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি আমি যদি প্রতারণার আশ্রয় নিতাম তাহলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে ধ্বংস করতেন কিন্তু আমার পুরো কর্মকাণ্ড তাঁর নিজেরই কাজ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি, আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। তাই তিনি নিজেই আমার সত্যতা প্রকাশ করবেন।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪-৩৫)

মৌলভীদের যে হঠকারিতাপূর্ণ অবস্থা যা আমরা দেখি মসীহ্ মওউদের যুগেও তা ছিল, তারা প্রমাণ ভিত্তিক কথা বলতে চায় না, বুঝতেও চায় না। একই অবস্থা তাদের আজও বিরাজমান। এর ব্যাখ্যা অর্থাৎ নিদর্শন সংক্রান্ত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন-

"তওরাতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মহানবী (সা.) কে প্রধানত কুরআন মূসার প্রতিচ্ছবি আখ্যা দিয়েছে। সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে (যেভাবে বলা হয়েছে যে,) মূসায়ী খলীফাদের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সা.) এর পরও এমন ধারা সূচিত হওয়া আবশ্যক ছিল। অন্য কোন যুক্তি না থাকলেও এই সাদৃশ্য প্রকৃতিগতভাবে দাবি করে যে, খলীফাদের এক ধারার সূচনা হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়ত আয়াতে 'ইস্তেখলাফে' আল্লাহ্ তা'লা পরিস্কারভাবে খিলাফতের ধারার সূচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এই খিলাফতের ধারাকে পূর্বের ধারার অনুরূপ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যেভাবে তিনি বলেছেন যে, 'কামাস তাখলিফাল্লাযিনা মিন কাবলিহীম' খিলাফত প্রতিষ্ঠার এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে আর এই সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে মূসায়ী ধারার খাতামুল খলীফা ছিলেন ঈসা (আ.) একইভাবে মুহাম্মদী ধারার খলীফাদের খাতাম এক মসীহ্ হওয়া আবশ্যক ছিল। তৃতীয় কথা হল মহানবী (সা.) বলেছেন যে, 'ইমামুকুম মিনকুম' তোমাদের ইমাম তোমাদেরই মধ্য থেকে হবে। চতুর্থ কথা হল- তিনি বলেছেন প্রত্যেক শতাব্দির শিরোভাবে মুজাদ্দেদ ধর্মের সংস্কারের জন্য প্রেরীত হবে, এই শতাব্দির কোন মুজাদ্দেদ আশা আবশ্যক ছিল। মুজাদ্দেদের যে কাজ হয়ে থাকে তাহল বিরাজমান নৈরাজ্যের সংশোধন।(সর্বত্র যে নৈরাজ্য রয়েছে তার সংশোধন করা।) বর্তমানে বিরাজমান সবচেয়ে বড় নৈরাজ্য আর ফেতনা হল খ্রিষ্টীয় ফেতনা। তাই এ শতাব্দির যিনি মুজাদ্দেদ হবেন তাঁর ক্রুশ ভঙ্গ করার আবশ্যক যার দ্বিতীয় নাম হল মসীহ্ মওউদ বা প্রতিশ্রুত ঈসা। পঞ্চম কথা হল- মূসায়ী খিলাফতের সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে খাতামুল মুহাম্মদী ধারার খাতামুল খুলাফা চতুর্দশ শতাব্দিতে আবির্ভুত হওয়া আবশ্যক। যেমন মূসা (আ.)এর চতুর্দশ শতাব্দির পর ঈসা (আ.) এসেছিলেন। ৬ষ্ঠ কথা- যে সমস্ত লক্ষণাবলী মসীহ্ মওউদের জন্য নির্ধারিত ছিল সেগুলোর অনেকটাই পূর্ণতা লাভ করেছে, যেমন রমযানে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ হওয়া যা দু'বার হয়েছে, হজ্জ বন্ধ হওয়া, লেজ বিশিষ্ট নক্ষত্র প্রকাশিত হওয়া, প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটা, রেলগাড়ীর আরম্ভ হওয়া, উট পরিত্যক্ত হওয়া। ৭ম কথা হল-সূরা ফাতেহার দোয়া থেকেও এটি প্রমাণিত হয় যে আগমণকারী ব্যক্তি উম্মতের ভিতর থেকেই হবে। বস্তুত দু'একটি নয়, এ বিষয় সংক্রান্ত শত শত যুক্তি এবং প্রমাণ রয়েছে যে আগমণকারী ব্যক্তি এই উম্মত থেকে আবির্ভুত হওয়া উচিত এবং এটি তার সময়। এখন খোদার ইলহাম এবং ওহীর ভিত্তিতে আমি বলছি যে, যার আসার কথা ছিল আমি সেই ব্যক্তি আদি থেকে এবং নবুয়্যত যাচাইয়ের যে পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন তা আমার কাছ থেকে যে যতটা চায় নিতে পারে, যেই সমস্ত নিদর্শনাবলী আমার পক্ষে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো দেখ। আক্ষেপ হয় যখন বিরোধিদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যেই সমস্ত বিষয়কে এরা নিদর্শন স্বরূপ উপস্থাপন করত সেইগুলো যখন পূর্ণতা লাভ করল তখন এগুলো সঠিক হওয়া সম্পর্কে এরা সন্দেহ পোষণ করা আরম্ভ করে। যেমন পূর্বে চন্দ্র সূর্য গ্রহণের নিদর্শনের দাবি করত তারা। চন্দ্র সূর্য গ্রহণ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে এরা বলে যে, এই হাদীসটি সঠিক নয়। এদেরকে জিজ্ঞেস করা উচিত যে, যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'লা সত্য প্রমাণ করেছেন নিজেই, তাদের কথায় কি এখন তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে? তিনি বলছেন যে, আক্ষেপের বিষয় হল এ কথা বলতে তাদের লজ্জা করে না যে, এর মাধ্যমে মসীহ্ মওউদকে মিথ্যাবাদী এবং প্রত্যাখ্যান করি না বরং রসূলে করীম (সা.) কে আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমার সমর্থন এবং সত্যায়নে শুধু চন্দ্র সূর্য গ্রহণেই নয় বরং হাজার হাজার আরো যুক্তি প্রমাণ এবং সাক্ষ্য রয়েছে, একটি না হলেও কিছু যায় আসে না কিন্তু এর মাধ্যমে এটি প্রমাণিত হবে যে, ভবিষ্যদ্বাণী ভুল প্রমাণিত হল। পরিতাপ! আমার বিরোধিতায় এরা সত্যবাদীদের নেতার ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চায়। আমরা জোরালোভাবে এই ভবিষ্যদ্বাণী উপস্থাপন করি, এটি আমাদের মনিবের সত্যতার নিদর্শন। অতএব যে হাদীসকে তোমরা অলীক আখ্যায়ীত করতে, বাস্তবতা এর সত্যতাকে দৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে এখন এটিকে অস্বীকার করা ঈমানহীনতা এবং একটি অভিশাপ। দুর্বল হাদীস পড়ে মুহাদ্দেসেরা কী এটিই বলে যে আমরা চোর ধরেছি? না বরং তারা এটি বলবে যে, রেওয়ায়েতকারীর স্মরণ শক্তির দুর্বলতা রয়েছে বা তাঁর সত্যতা সন্দেহের উর্দ্ধে নয় বা সত্যতা সম্পর্কে দ্বিধা রয়েছে । কিন্তু মুহাদ্দেসেরা এই নীতি স্বীকার করেছেন যে, একটি হাদীস যদি দুর্বলও হয়, বাহ্যতঃ দুর্বল মনে হলেও সেই হাদীসে বর্ণিত বিষয় যদি সত্য প্রমাণিত হয় তাহলে সেটি সঠিক হাদীস। তাই এই মাপকাঠিতে কোন ব্যক্তি এই কথা বলার ধৃষ্টতা কি দেখাতে পারে যে হাদীস সঠিক নয়? তাই স্মরণ রেখো যে, আগমনকারী ব্যক্তিকে কুরআন এবং হাদীসের স্পষ্ট প্রমাণের মাধ্যমে তাঁর সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং তাঁকে সমর্থন করে আর সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়া যেহেতু মানুষের বোধ-বুদ্ধি বা বিবেক কোন কিছু মানতে পারে না তাই যৌক্তিক সাক্ষ্য প্রমাণ এর সাথে থাকা আবশ্যক। যুক্তি প্রমানাদি উপস্থাপন করা হয়, সাক্ষ্য দেওয়া হয়। সবচেয়ে বড় কথা হল খোদা তা'লার সমর্থন তাঁর পক্ষে থাকে, কারো যদি সন্দেহ থাকে তাহলে আমার সামনে তার

এরপর আটের পাতায়....

জুমআর খুতবা

গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেছিলাম মানুষ যদি বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে আর সকল প্রকার হঠকারিতা পরিহার করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে আকুল চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে নামাযে দোয়া করে তাহলে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহ্ তা'লা তার সামনে সত্য স্পষ্ট করবেন কিন্তু মন পরিস্কার হওয়া আর সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

অনেককেই আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদের যুগে তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্নে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদের যুগে এই যে ধারা সূচিত হয়েছিল তা আজও অব্যাহত আছে। নেক প্রকৃতির লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পথের দিশা দিয়ে থাকেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী পুণ্যবান এবং সত্যান্বেষীরা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার দিকে পরিচালিত করার ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ২৪ ই নভেম্বর, ২০১৭, এর জুমুআর খুতবা (২৪ নবুয়ত, ১৩৯৬ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেছিলাম মানুষ যদি বিদ্বেষ মুক্ত হয়ে আর সকল প্রকার হঠকারিতা পরিহার করে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করে আকুল চিত্তে আল্লাহ্ তা'লার কাছে নামাযে দোয়া করে তাহলে চল্লিশ দিন অতিবাহিত না হতেই আল্লাহ্ তা'লা তার সামনে সত্য স্পষ্ট করবেন কিন্তু মন পরিস্কার হওয়া আর সকল প্রকার বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তিনি এটিও বলেছেন যে, অন্যথায় যারা হৃদয়ে বিদ্বেষ লালন করে, রাগ ও ক্রোধ পোষণ করে বা চিন্তাধারা পরিস্কার যারা রাখে না, তারা সব সময় এটি বলবে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে আমাদেরকে পথ নির্দেশনা দেন নি বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লা জানিয়েছেন। যাহোক, যারা পবিত্র হৃদয় নিয়ে এমনটি করে, খোদার পক্ষ থেকে তারা পথের দিশা লাভ করে। অনেককেই আল্লাহ্ তা'লা মসীহ্ মওউদের যুগে তাঁর জীবদ্দশায় স্বপ্নে পথ নির্দেশনা দিয়েছেন।

এক বৈঠকে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, লাহোর থেকে এক ব্যক্তির পত্র এসেছে যে, তাকে স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি সত্য। সেই ব্যক্তি এক ফকিরের সাথে সম্পর্ক রাখত, কোন ফকিরের সে মুরিদ ছিল যে দাতা গঞ্জ বকশের মাজারের পাশে থাকত, সেই ব্যক্তি সেই ফকিরের কাছে এটি উল্লেখ করে এবং বলে যে দীর্ঘ দিন থেকে মির্যা সাহেবের উন্নতি করা তাঁর সত্যতার প্রমাণ, সেখানে আরো একজন আত্মমগ্ন ফকির বসে ছিল, সে বলল যে বাবা আমাদেরকেও জিজ্ঞেস করতে দাও, দ্বিতীয় দিন সে বলে যে আল্লাহ্ তা'লা তাকে জানিয়েছেন যে মির্যা 'মওলা'। তখন প্রথম ফকির বলে যে, হয়তো মওলানা বলেছে। অর্থাৎ তিনি তোমার এবং আমার সবারই মওলা বা প্রভু। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি শুনে বলেন যে, আজকাল স্বপ্ন এবং 'রইয়া' অনেক বেশি দেখানো হচ্ছে, মনে হয় আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে স্বপ্নের মাধ্যমে সংবাদ দিতে চান, আল্লাহ্র ফেরেশতা সর্বত্র বিচরণ করে, যেভাবে আকাশে পঙ্গপাল বিচরণ করে। ফেরেশতা হৃদয়ে এ কথা সঞ্চার করে যে, তাঁকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর।

এরপর আরেক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করেন যে, হুযূরের দাবি খণ্ডন করে হুযূরের বিরুদ্ধে বই লেখার সংকল্পবদ্ধ হই। স্বপ্নে মহানবী (সা.) তাকে বলেছেন যে, তুমি এর বিরুদ্ধে লিখছ, সত্যিকার অর্থে মির্যা সাহেব সত্য। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা নেক ফিতরত এবং নেক প্রকৃতির লোকদেরকে ভ্রান্ত এবং অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার পথ দেখান। বিরোধী ছিল যারা মসীহ্ মওউদের বিরুদ্ধে কলম ধরতে চেয়েছে কিন্তু তার কোন পুণ্য খোদার কাছে পছন্দনীয় ছিল সেই কারণে স্বপ্নে তাকে এ থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদের যুগে এই যে ধারা সূচিত হয়েছিল তা আজও অব্যাহত আছে স্বপ্ন এবং সত্য 'রইয়া, নেক প্রকৃতির লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পথের দিশা দিয়ে থাকে। তারা যখন তাঁর সামনে দিক নির্দেশনার জন্য অবনত হয় তখন এমনও অনেক সময় হয় জানাও থাকে না আল্লাহ্ তা'লা পথ নির্দেশনা দেন যে, মসীহ্ মওউদ এসে গেছেন। অনেক সময় জানে এবং জানার পর আল্লাহ্র কাছে সঠিক পথ জানতে চায় তখন খোদা তাদেরকে পথ দেখিয়ে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সত্যতা সম্পর্কে পথ প্রদর্শিত হওয়ার একটি ঘটনা পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ মালীতে এক ব্যক্তির সাথে এভাবে ঘটেছে যে, সেখানকার মুবাল্লেগ সাহেব লিখছেন যে, মুস্তফা দেয়ালু সাহেব একদিন স্বপ্নে দেখেন যে তিনি জান্নাতে খুবই সুন্দর এক গৃহে অবস্থান করছেন, সেই ঘরের এক দিকে পানি প্রবাহিত হয়েছে, যাতে শুভ্র বর্ণের এক বুযর্গ এর ছবি রয়েছে, যিনি পাগড়ি পরিহিত ছিলেন, তিনি বলেন স্বপ্নের কিছু দিন পর তার এক বন্ধুর কাছে যান, তার ঘরে সেই পুণ্যাত্মার ছবি দেখতে পান। তিনি তার বন্ধুকে সেই বুযুর্গ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তাকে তখন বলা হয়েছে যে, ইনি ইমাম মাহদী (আ.)। সেই ব্যক্তি নিজের স্বপ্ন শুনান এবং আহমদীয়া সম্পর্কে সমধিক তথ্য জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন আহমদী বন্ধু তাকে বলেন যে, আজকে আমাদের মাসিক মিটিং রয়েছে আপনি আমার সাথে চলুন, সেখানে মুবাল্লেগের কাছে সকল প্রকার প্রশ্ন করতে পারেন। তিনি আমাদের মিটিং এ যোগ দেন আর মিটিং এর পর বয়আত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর একই সাথে এটি বলেন আমি চাই আমার সকল ভাই বোন এই সত্য গ্রহণ করুক। তাই ঘরে গিয়ে ভাই বোনকে এ সম্পর্কে অবহিত করব এবং আগামীকাল সবাইকে নিয়ে বয়আত করব, পরের দিন সেহরীর সময় যখন সব ভাই বোন সমবেত হয় তখন তিনি আহমদীয়াত সম্পর্কে তার স্বপ্ন শুনান, একই সাথে অন্যান্যদেরকেও বয়আত করার আহ্বান জানান, সব ভাই বোন এটি শুনে তাকে বকাঝকা আরম্ভ করে আর বলে যে এই নতুন ধর্ম অবলম্বন করার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তখন তিনি বলেন যে, তিনি তো অবশ্যই বয়আত করবেন। তিনি বলেন ফযরের নামাযের পর কিছুক্ষণের জন্য তিনি শুয়ে পড়েন, ঘুম এসে যায়, স্বপ্নে দেখেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে

এরপর তেরোর পাতায়.....

ছয়ের পাতার পর.....

আসা উচিত। আর নবুয়্যত যাচাইয়ের যে মাপকাঠি আছে সেইগুলোর মাপকাঠিতে আমার সত্যতার প্রমাণ আমার কাছ থেকে সে নিতে পারে, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে পালিয়ে যাব। না, মোটেই নয়, আল্লাহ্ তা'লা ১৯ বছর পর পূর্বে আমাকে বলেছিলেন (যখন তিনি এটি লিখেছেন তখন দাবির ১৯ বছর কেটে গেছে, একটি ইলহামের কথা উল্লেখ করছেন) "ইয়ানসুরুকাল্লাহু ফি মাওয়াতেন"। ১৯ বছর পূর্বে যখন এটি লিখেছেন তার ১৯ বছর পর ইলহাম হয় "ইয়ানসুরুকাল্লাহু ফি মাওয়াতেন" আল্লাহ তা'লা বিভিন্ন ময়দানে তোমাকে সাহায্য করবেন। অতএব যেভাবে নবী এবং রসূলদের যাচাই করা হয়েছে সেভাবে আমার সত্যতা যাচাই কর। আমি দাবির সাথে বলতে পারি যে এই মাপকাঠিতে আমি সত্য প্রমাণিত হব। আমরা দেখি আল্লাহ্ তা'লা বহু ময়দানে তাঁকে সাহায্য করেছেন, এ কথাগুলো আমি সংক্ষেপে উপস্থাপন করলাম, এগুলো নিয়ে চিন্তা কর, আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর, তিনি সর্ব শক্তিমান, তিনি কোন পথ উন্মোচন করবেন, তাঁর সাহায্য, সমর্থন, সত্যবাদীই লাভ করে থাকে। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮-৪১)

মৌলভীদের কথা হচ্ছিল, তাঁর বৈঠকে এক ব্যক্তি বলেন যে, হুযূর মৌলভীরা এখন খুতবা ইত্যাদি পাঠ করা বন্ধ করে দিয়েছে, যার মাধ্যমে ঈসার মৃত্যু প্রমাণিত হয়। হুযূর বলছেন যে এখন এরা নামও নিবে না, যদি কেউ উল্লেখ করে তাহলে এরা বলবে ঈসা এবং মাহদীর কথা বলাই ছেড়ে দাও।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৮৬)

যাহোক, এ হল মৌলভীদের অবস্থা। নিজ স্বার্থে এরা মসীহ্ মওউদ (আ) এর বিরোধিতা করে, শুধু নিজেরাই করে না বরং তাঁর প্রতি আর জামা'তে আহমদীয়ার বিশ্বাসের প্রতি মিথ্যা এবং ভ্রান্ত কথা আরোপ করে আর সাধারণ মানুষের হৃদয়ে জামা'তের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং বিদ্বেষ সঞ্চার করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্য উদ্ঘাটনের রীতির কথা বলতে গিয়ে বলেন:

" যদি সত্য উদ্ঘাটন করতে হয়, সত্য অবগত হতে হয় তাহলে নামাযে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া কর যেন আল্লাহ্ তোমাদের সামনে সত্য স্পষ্ট করেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, যদি মানুষ বিদ্বেষ এবং হঠকারিতা মুক্ত হয়ে সত্য প্রকাশিত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে তাহলে ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে যাবে। যদি নিরপেক্ষ হৃদয়ে সত্য পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া কর কিন্তু খুব কম মানুষই এমন আছে যারা এসব শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ্র কাছে সিদ্ধান্ত চায় আর এভাবে নিজেদের বুদ্ধির ঘাটতি বা বিদ্বেষ ও হঠকারিতার কারণে আল্লাহ্র অলীকে অস্বীকার করে নিজেদের ঈমান ধ্বংস করে। যদি আল্লাহ্র অলীতে ঈমান না থাকে তাহলে অলী যিনি নবুয়্যতের জন্য কিলক স্বরূপ এমন ব্যক্তিকে নবুয়্যত অস্বীকার করতে হয় আর নবীকে অস্বীকার করা খোদাকে অস্বীকারের নামান্তর। এভাবে ঈমান সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায়। "(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৬)

আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক বুদ্ধি দিন তারা যেন মৌলভীদের ফাঁদে পা না দেয় বরং নিজেদের বিবেক বুদ্ধি খাটায় আর বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্র কাছে যেন সাহায্য চায়। আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয় উন্মু ক্ত এবং উন্মোচন করুন আর মসীহ্ মওউদকে মেনে এরা যেন এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে, যে অবস্থায় আজকে মুসলমান বিশ্ব নিমজ্জিত। তারা মুক্তির কোন পথ দেখছে না, পাকিস্তানে নিত্য নতুন সংগঠন সামনে আসছে। লাব্বায়েক রসূলুল্লাহ রূপে একটা সংগঠন গঠিত হয়েছে, যারা মার্চ করেছে লাহোর ঘেরাও করেছে, ইসলামাবাদ ঘেরাও করেছে। এরপর এই নামের আরেকটি সংগঠন আছে যারা এখন ঘেরাও করছে। ইসলামাবাদকে ঘিরে রেখেছে, কোন সরকার, কোন সামরিক বাহিনী, কোন আইন এদেরকে বাধা দিতে পারে না। তো লাব্বায়েক ইয়া রসূলুল্লাহ্ সত্যিকার অর্থে আমরা আহমদীরাই বলে থাকি যারা মহানবী (সা.) এর কথা আহ্বান শুনেছে যে আবার মসীহ্ এবং মাহ্দী যখন আসে তাঁকে মানবে এবং সালাম পৌঁছাবে, এটিই হল রসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া সত্যিকার অর্থে। হায়! এরা যদি এটি বুঝত আর অন্তঃসারশূণ্য নারাবাজী করার পরিবর্তে লাব্বায়েক রসূলুল্লাহর প্রকৃত মর্ম এবং তত্ত্ব বঝত।

আল্লাহ্ তা'লা জগদ্বাসীকে এবং পাকিস্তানের লোকদেরকেও এবং সব দেশের মুসলমানদেরকে নৈরাজ্য এবং অশান্তি থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের প্রতি করুনা করুন, কেননা পরিস্থিতি যেই মোড় নিচ্ছে আর মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে যে সব ষড়যন্ত্র চলছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ, এখনও যদি এরা না বুঝে তাহলে এরা পরে হা হুতাশ করবে। আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে বিবেক বুদ্ধি দিন।

১০৭ নং নিদর্শন ঃ কয়েকবার ভূমিকম্পের পূর্বে আমার পক্ষ হইতে পত্র-পত্রিকায় ছাপানো হয় যে, পৃথিবীতে বড় বড় ভূমিকম্প আসিবে এমনকি যমীন উলট-পালট হইয়া যাইবে। অতএব আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সানফ্রান্সিককো, ফরমোযা প্রভৃতি দেশে যে-সকল ভূমিকম্প আসিয়াছে তাহা সম্পর্কে সকলে অবগত আছে। কিন্তু সম্প্রতি ১৬ই আগস্ট, ১৯০৬ সালে দক্ষিণ আমেরিকার চিলির একটি প্রদেশে একটি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প আসিয়াছে। উহা পূর্ব ভূমিকম্পগুলি হইতে কম তীব্র ছিল না। ইহাতে পনরটি ছোট বড় শহর ও গ্রাম-গঞ্জ বরবাদ হইয়া গেল। হাজার হাজার জীবন নাশ হইল এবং দশ লক্ষ মানুষ এখনও গৃহহীন। সম্ভবত নির্বোধ লোকেরা বলিবে, ইহা কিভাবে নিদর্শন হইতে পারে? এই ভূমিকম্প তো পাঞ্জাবে আসে নাই। কিন্তু তাহারা জানে না যে, খোদা কেবল পাঞ্জাবের খোদা নহেন। তিনি সারা বিশ্বের খোদা। তিনি কেবল পাঞ্জাবের জন্য এই খবর দেন নাই, বরং সারা বিশ্বের জন্য দিয়াছেন। খোদা তা'লার ভবিষ্যদ্বাণীসমূহকে অন্যায়ভাবে পাশ কাটানো, খোদার কালামকে গভীরভাবে না পড়া এবং কোন না কোন সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাচার দ্বারা সত্যকে গোপন করা যায় না।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, খোদা আমাকে সাধারণভাবে ভূমিকম্পের সংবাদ দিয়াছেন। অতএব, নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখ যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যেরূপে আমেরিকায় ভূমিকম্প আসিয়াছে, তদ্রূপেই ইউরোপেও আসিয়াছে এবং এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আসিবে। উহাদের মধ্যে কোন কোনটি কিয়ামত সদৃশ হইবে। এত লোক মরিবে যে, রক্তের বন্যা বহিবে। এই মৃত্যু হইতে পশু-পাখিও নিষ্কৃতি পাইবে না। পৃথিবীতে এত ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা নামিয়া আসিবে যে, যখন হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তখন হইতে এইরূপ ধ্বংসলীলা কখনো আসে নাই। অধিকাংশ অঞ্চল এইরূপ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে, যেন ঐগুলিতে কখনো জনবসতি ছিল না। ইহার সাথে আকাশ ও পৃথিবীতে ভীতিপ্রদ অবস্থার সৃষ্টি হইবে। এমনকি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হইবে। জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনের পুস্তকের কোন পৃষ্ঠায় এইগুলির সন্ধান পাওয়া যাইবে না। তখন মানুষের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হইবে যে, ইহা কি হইতে যাচ্ছে। অনেকে মুক্তি পাইবে এবং অনেকে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ঐ দিন নিকটে। বরং আমি দেখিতেছি ঐ দিন দ্বার প্রান্তে। জগদ্বাসী এক কেয়ামতের দৃশ্য দেখিবে। কেবল ভূমিকম্পই নহে, বরং আরো ভীতিপ্রদ বিপদাবলী দেখা দিবে। কিছু আকাশ হইতে, কিছু যমীন হইতে। ইহা এই জন্য যে, মানবজাতি তাহাদের খোদার উপাসনা ছাড়িয়া দিয়াছে এবং সমস্ত হৃদয়, সমস্ত উদ্যম ও সকল ধ্যান-ধারণাসহ তাহারা পৃথিবীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। যদি আমি না আসিতাম তবে এই সকল বিপদ আসিতে কিছুটা বিলম্ব হইত। কিন্তু আমার আগমণের সাথে সাথে খোদার অভিসম্পাতের ঐ গুপ্ত ইচ্ছা, যাহা দীর্ঘকাল গুপ্ত ছিল, তাহা প্রকাশিত হইয়া গেল, যেমন খোদা বলিয়াছেন- 'ওয়ামা কুন্না মুয়াযযেবীনা হাত্তা নাবআসা রাসূলা (সূরা বানী ইসরাঈল–আয়াত: ১৬) অর্থ - এবং আমরা কোন জাতিকে কখনো আযাব দিই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই- অনুবাদক।) তওবাকারী ঈমান পাইবে এবং যাহারা বিপদের পূর্বেই ভীত হয় তাহাদের উপর দয়া করা হইবে। তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা এই সকল ভূমিকম্প হইতে নিরাপদ থাকিবে অথবা তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা তোমরা নিজেদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে? কখনো নহে। ঐ দিন মানবীয় প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এই ধারণাও করিও না যে, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে প্রচণ্ড ভূমিকম্প আসিয়াছে এবং তোমাদের দেশ উহা হইতে রক্ষা পাইবে। আমি তো দেখিতেছি যে, তোমরা উহা হইতে বেশি বিপদের মুখ দেখিবে।

হে ইউরোপ তুমিও নিরাপদ নহ। হে এশিয়া! তুমিও নিরাপদ নহ। হে দ্বীপবাসীগণ! কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবে না। আমি শহরগুলিকে বিধ্বস্ত দেখিতেছি,এবং জনপদগুলিকে জনশূন্য পাইতেছি। সেই এক ও অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নীরব ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় সংঘটিত হইয়াছে। এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন। এখন তিনি রুদ্র মূর্তিতে স্বীয় রূপ প্রকাশ করিবেন।

যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যাম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে । নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সম্মুখে ভাসিবে, লুতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে। কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর। অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতিদ করুণা প্রদর্শিত হইবে। যে-ব্যক্তি খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট; তাঁহাকে যে ভয় করে না সে জীবিত নহে, মৃত।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ২৬৫)

২০১৭ সালের যুক্তরাজ্যের জলসা সালানায় সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার বিবরণ

হুযুর আনোয়ার (আই.) কে আমি এক মহান ব্যক্তি হিসেবে মনে করি যাঁর অন্তর্দৃষ্টি ব্যাপক ও বিস্তৃত

জামাত আহমদীয়া কুরআনী শিক্ষার দিকে মানুষকে আহ্বান করছে যা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। জামাত আহমদীয়ার খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতও আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর জটিলতম সমস্যাকেও খলীফা অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করে দেন।

(Sofia Papadopolou)

জলসায় অংশগ্রহণ আমার জন্য এক কৌতুহল উদ্দীপক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসায় আমরা ইসলামের এমন এক রূপ দেখেছি যা এযাবৎ আমরা উপেক্ষা করে এসেছিলাম। একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের বার্তা হল শান্তি, সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার। ধর্মীয় পার্থক্য সত্বেও অন্যদের প্রতিও আপনাদের আতিথেয়তা এবং ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। (সাংসদ সদস্য জেরার্ডো আমারিল্লা)

এই আন্তর্জাতিক জলসায় আমরা স্পষ্টভাবে জেনে গিয়েছি যে, জামাত আহমদীয়ার চিন্তাধারা অত্যন্ত নরমপন্থী। জামাত আহমদীয়ার কারণে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে যা উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং যাবতীয় প্রকারের উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(স্পেনের এক পত্র সাংবাদিক)

এমনিতে গোটা জলসা-ই অসাধারণ ছিল, কিন্তু আমার জন্য সব থেকে অসাধারণ মূহুর্ত ছিল জামাত আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত। খলীফাতুল মসীহ এক মহান নেতা এবং বড়ই দয়ালু মানুষ।

(আয়ারল্যান্ডের সংসদ সদস্য)

জামাত আহমদীয়া সকল প্রকারের প্রশ্ন শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে আর কোন সমস্যা এড়িয়ে যায় না, বরং প্রত্যেক সমস্যাসার উত্তর দেয়।

(আয়ারল্যান্ডের এক সেনেটর)

জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের ঈমান উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া দান

জলসায় বিভিন্ন দেশ থেকে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত এবং হুযুর (আই.)-এর কর্মব্যস্ততার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

রিপোট: আব্দুল মাজেদ তাহের, এডিশিনাল ওকীলুত তাবশীর, লন্ডন

অনুবাদক: মির্যা সফিউল আলাম

জলসা সালানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি অনন্য ও স্থায়ী নিদর্শন। ১৮৯১ সালে জলসা সালানার ভিত্তি রাখার সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন এই ঘোষণা করেন, ‘ এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা’লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এর জন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যারা অচিরেই এতে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না। ’

এই ঘোষণা সেই সময় করা হয়েছিল যখন শুধুমাত্র ভারতে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম জলসায় মাত্র ৭৫জন মানুষ অংশ গ্রহণ করেছিল। পরে ক্রমশঃ এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাতে থাকে। এমনকি ১৯৮৩ সালে রাবোয়ায় অনুষ্ঠিত শেষ জলসায় আড়াই লক্ষেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৮৪ সালে পাকিস্তান থেকে হিজরতের পর থেকে এই জলসা লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। লন্ডনের জলসা যুগ খলীফার উপস্থিতির কারণে কেন্দ্রীয় জলসার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা’লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে এই যে ঘোষণা করেছিলেন যে, এই জলসার জন্য খোদা তা’লা জাতিসমূহকে প্রস্তুত করেছেন যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে’- সেই ভবিষ্যদ্বাণী এই জলসার মাধ্যমে স্বমহিমায় পূর্ণতা লাভ করছে। আল্লাহ্ তা’লার কৃপায় যুক্তরাজ্যের জলসায় প্রতি বছর বিভিন্ন জাতির মানুষ দলে দলে এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। আফ্রিকা মহাদেশ থেকে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া কিম্বা দ্বীপপুঞ্জ - সমস্ত স্থান থেকে অতিথিরা এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। এই সমস্ত দেশ থেকে আগত অতিথিদের মধ্যে অনেকেই আবার আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন।

এই সমাবেশে উপস্থিত অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন দেশের সরকারি বিভাগে কর্মরত আধিকারিকবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিবর্গ, প্রধান বিচার পতি, বিচার পতি, সিনিয়র উকিল, কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস চান্সেলর, প্রফেসর এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ।

এই সমস্ত অতিথিরা একদিকে যেমন হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণসমূহ থেকে উপকৃত হন, তেমনি অপরদিকে তারা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত লাভেও ধন্য হয়। এই সাক্ষাৎ তাদের মধ্যে এক অসাধারণ পরিবর্তনের কারণ হয় এবং তাদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে যা তারা পরবর্তীতে সর্বসমক্ষে স্বীকারও করে থাকে।

এই বছরও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিভিন্ন জাতির মানুষ এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং জলসার অনুষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত লাভেরও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাতের এই অনুষ্ঠান জলসার দ্বিতীয় দিন ২৯ শে জুলায়ের সন্ধ্যায় আরম্ভ হয় এবং জলসার কয়েক দিন পর পর্যন্ত চলতে থাকে। প্রোগ্রাম অনুযায়ী হুযুর আনোয়ার (আই.) সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটে নিজের অফিসে আসেন।

গ্রীসের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সর্ব প্রথম গ্রীস থেকে আগত প্রতিনিধি বর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.) সাক্ষাত করেন। গ্রীস থেকে চারজন অতিথি জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

* Sofia Papadopolou নামে এক অতিথি প্রশ্ন করেন যে, শান্তির বার্তার প্রসার করা কত কঠিন কাজ?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন- আমাদের কাজ হল প্রচারমূলক। ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষার প্রসারের কাজ আমরা করে থাকি। বর্তমানে বিশ্বের পরিস্থিতি সংকটজনক। সরকার পক্ষ জনসাধারণের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতি অনুসরন করছে না, যার কারণে অনেক দেশে অশান্তি ও অরাজকতা রয়েছে। কিন্তু যাইহোক আমরা নিজেদের কাজ করে যাব।

সেই সাংবাদিক শরণার্থী সংকট প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে বলেন যে, এই বিষয়ে জামাত আহমদীয়ার চিন্তাধারা কিরূপ?

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বিভিন্ন মুসলিম দেশের পরিস্থিতি এমন যে, সেখান থেকে মানুষ পলায়ন করছে। আপনাদের দেশের মধ্যে দিয়েও মানুষ অতিক্রম করে যাচ্ছে। ইতালি এবং তুরস্ক অতিক্রম করেও তারা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ আহমদীও ছিল এবং অধিকাংশই তুরস্কে চলে এসেছিল এবং সেখান থেকে তারা অন্য দেশে যাওয়ার চেষ্টা করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি সব সময় এই পরামর্শই দিয়ে থাকি যে, এমন প্রতিবেশী দেশ যেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা রয়েছে সেই সমস্ত দেশগুলি যেন এই সব শরণার্থীদেরকে গ্রহণ করে। যেভাবে আফগানিস্তানের শরণার্থীরা পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল আর পাকিস্তান তাদেরকে গ্রহণ করেছিল, তাদের জন্য ক্যাম্প তৈরী করেছিল। আর পরিস্থিতির উন্নতি ঘটলে তাদেরকে যেন নিজেদের দেশে ফেরত পাঠিয়ে হয়।

সেই সাংবাদিক নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: এই জলসা আমার জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা ছিল। অন্যান্য মুসলমানরা বেশিরভাগ হাদীস বা পরবর্তীকালে আগমণকারী ধর্মীয় পণ্ডিতদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেয়। যার কারণে অনেক ক্ষেত্রে তারা কুরআনী শিক্ষার অসম্পুর্ণ বিপরীত ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু জামাত আহমদীয়া কুরআনী শিক্ষার দিকে মানুষকে আহ্বান করছে যা আমাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করেছে। জামাত আহমদীয়ার খলীফার সঙ্গে সাক্ষাতও আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। পৃথিবীর জটিলতম সমস্যাকেও খলীফা অত্যন্ত সরলতার সঙ্গে সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করে দেন। জলসার ব্যবস্থাপনার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের ছিল। জলসার সময় মহিলাদের সঙ্গে এবং বিশেষ করে নব-মুসলিম মহিলাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছিল যাদের চিন্তাধারা আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে যে কিভাবে হুযুর তাদের প্রতি নিজের কন্যার মত আচরণ করেছেন।

এবছর আমি নিজের কর্মব্যস্ততার কারণে বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না, কিন্তু আগামী বছর এই দিনগুলিতে ছুটি নিয়ে নিব যাতে জলসা সালানায় বেশি সময় অতিবাহিত করতে পারি।

*গ্রীসের এক নওমোবাঈ খালিদ কাপিতা নেদাস সাহেব জলসা প্রসঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন:

‘আমি এই প্রথম জলসায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছি। এই সম্মেলনে আমার শিহরণ জাগানো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। এই মূহুর্তগুলি অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ছিল। আমি একজন আহমদী মুসলিম হিসেবে গর্বিত।

জলসায় অংশগ্রহণ করে আমার মনে হচ্ছে যেন আমি নিজের বাড়িতে আছি। এখানাকার পরিবেশ তো আমার বাড়ির থেকেও মনোরম ছিল। আগামী বছরের জলসার জন্য আমি অপেক্ষায় অধীর থাকব।

গ্রীস নাগরিকদের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৭টা ৫৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

সুইজারল্যান্ডের অতিথি বর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সুইজারল্যান্ড থেকে দুইজন অ-আহমদী অতিথিও সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। এঁরা ছিলেন একটি দম্পতি যাদের পিতৃভূমি হল তুরস্ক। বর্তমানে তাঁরা সুইজারল্যান্ডে বসবাসরত। এহলে কুরআন ফির্কার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। স্বামীর নাম হল Kerem Aiguzel| ।

তিনি প্রশ্ন করেন যে, আপনাকে His Holines বলা হয়। এর কারণ কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি তো কখনো কাউকে বলিনি যে, আমাকে His Holines বলা হোক। আহমদীরা নিজেদের আধ্যাত্মিক নেতাকে কি নামে ডাকবে তা তাদের উপর নির্ভর করে। কেউ যদি আমাকে আমার নাম অর্থাৎ ‘মির্যা মাসরূর আহমদী’ বলে ডাকে তবুও আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু আহমদীরা খলীফার সঙ্গে ভালবাসা ও অনুরাগের সম্পর্কের কারণে হুযুর বা His Holines ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে থাকে।

এই উত্তর শুনে সেই ভদ্রলোক বলেন-আপনি খুবই সুন্দর উত্তর দিয়েছেন। আপনার উত্তর শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছি।

এই ভদ্রলোক নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: বৃষ্টি ও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্বেও জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের চোখে আনন্দ ফুটে উঠছিল। জলসার ব্যবস্থাপনা অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। হয়তো আপনারা প্রচুর জলসার আয়োজন করে প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেছেন অন্যথায় পরিস্থিতি সামলানোর কাজে অত্যন্ত পারদর্শী। প্রত্যেকটি ব্যবস্থাপনাই উচ্চ মানের ছিল।

প্রতিনিধি দলটির সাথে উপস্থিত মুবাল্লিগ সিলসিলা নাবীল আহমদ সাহেব বলেন: উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এহলে কুরআন ফির্কাভুক্ত দম্পত্তিটির কাছে নামাযের ততটা গুরুত্ব নেই, শনিবার সন্ধ্যায় হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর স্ত্রী বিশ্রামকক্ষে যেতে চাইছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বামী বলেন, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পিছনে নামায পড়ার আমার বড়ই বাসনা রয়েছে। এটি একটি বিরাট পরিবর্তন ছিল যা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁর মধ্যে তৈরী হয়েছিল। সুইজারল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮টা ৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

উরুগুয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

উরুগুয়ে থেকে আগত প্রতিনিধি দলের দুই সদস্য হলেন মি. পাবলো ড্যানিয়েল এবং ড. জেরার্ডো এমারিকা সাহেব। তাঁরা উভয়েই দেশের জাতীয় দলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। তাঁরা পেশায় উকিল। ড. জেরার্ডো সাহেব Chember of Representation এর সদর।

এই দুই অতিথি বলেন: আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-কে ধন্যবাদ জানাই যে তিনি আমাদরেকে জলসায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমাদের জন্য এটি অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল।

তাঁরা খৃষ্টধর্মাবলম্বী বলে জানালে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কে কোন ধর্মের অনুসারী তাতে কিছু যায় আসে না। সবার উপরে মানবতা আর মানবতার কারণে আমরা বলি যে, সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে মিলেমিশে থাকা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এখানকার ব্যবস্থাপনা অস্থায়ী ছিল। জলসার দিনগুলিতে বৃষ্টির কারণে আপনাদের কোন অসুবিধা হয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

একথা শুনে এই দুই অতিথি বলেন, আমাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় নি। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। সমস্ত ব্যবস্থাপনা উন্নতমানের ছিল। আমাদের সমস্ত দিক থেকে লক্ষ্য রাখা হয়েছিল। আমাদের জন্য যাবতীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল এবং সম্মান জানানো হয়েছে।

* একজন সংসদ সদস্য বলেন: হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। আমি এর দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমরা সংসদে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টিকে প্রচার করার চেষ্টা করি। এখন আমরা বিপক্ষে রয়েছি। পরের বার ক্ষমতায় আসব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনারা ক্ষমতায় এলে আমিও আপনাদের দেশে যাওয়ার চেষ্টা করব।

একজন সংসদ সদস্য বলেন: এখানে জলসায় আসার পূর্বে আহমদীয়াত সম্পর্কে আমার বেশি পরিচয় ছিল না। এখন জানতে পেরেছি যে, আপনারা অত্যন্ত সৎ প্রকৃতির এবং শান্তি প্রিয় মানুষ।

এক সংসদ সদস্য পাবলো ড্যানিয়েল আবদালা সোয়ারেজ বলেন: এই জলসা আমার অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করে তুলেছে। এখানে আপনারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে জামাত আহমদীয়ার ইমামের বক্তব্য শুনে আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামে প্রকৃত স্বরূপ কেবল শান্তির বার্তাই দিয়ে থাকে। জামাতে আহমদীয়ার প্রচার অভিযান, মানব সেবা এবং শত শত দেশে পৌঁছে যাওয়ার জন্য আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাই।

দ্বিতীয় সাংসদ সদস্য জেরার্ডো আমারিল্লা বলেন: জলসায় অংশগ্রহণ আমার জন্য এক কৌতুহল উদ্দীপক অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসায় আমরা ইসলামের এমন এক রূপ দেখেছি যা এযাবৎ আমরা উপেক্ষা করে এসেছিলাম। একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলামের বার্তা হল শান্তি, সৌহার্দ্য এবং ভালবাসার। ধর্মীয় পার্থক্য সত্বেও অন্যদের প্রতিও আপনাদের আতিথেয়তা এবং ভালবাসা প্রদর্শনের জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞ।

উরুগুয়ের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাতপর্বটি সোওয়া আটটায় শেষ হয়।

স্পেন এবং আর্জেন্টাইনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

স্পেন থেকে আগত এক সাংসদ বলেন: আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যবলী দূরীকরণের চেষ্টা করে থাকি।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনার সহায় হোন।

স্পেন থেকে আগত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, গত বছর একাধিক সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেছে। জামাত আহমদীয়া এই সব ঘটনার নিন্দা কিভাবে করে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমরা তো সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করি আর শুধু নিন্দাই করি না বরং একথাও স্পষ্ট করে দিই যে, যা কিছু হচ্ছে তা ইসলামের পরিপন্থী।

তিনি (আই.) বলেন: আমি বিভিন্ন দেশের সংসদের এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও শান্তি সম্মেলনে নিজের ভাষণে কেবল সন্ত্রাসবাদের নিন্দাই করি না বরং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার আলোকে সেগুলির সমাধানও উপস্থাপন করে থাকি। আর কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠ করা যায় সে সম্পর্কে আমি বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নামে পথ লিখেছি।

* আর্জেন্টাইন থেকে এক নব আহমদী বুযুর্গ এসেছিলেন। তিনি বলেন: আমি আনন্দিত যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) আমাদের দেশের জন্য মুবাল্লিগ প্রেরণ করছেন। এখন আমাদের দেশেও ইসলাম-আহমদীয়াতের প্রচার হওয়ার সময় এসেছে।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একারণেই মুবাল্লিগ পাঠাচ্ছি যাতে সেখানে ইসলামে বাণী পৌঁছায়।

স্পেনের এস প্রাক্তন সংসদ জোসে মারিয়া এলেনসো বলেন: এই জলসায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খলীফাতুল মসীহর বার্তা যাতে তিনি

বলেছেন যে, যদি মুসলমানরা পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে চায় তবে তা প্রেম-প্রীতি ও শান্তির মাধ্যমেই আসতে পারে। খলীফা স্পষ্টরূপে বলে দিয়েছেন যে, কেউ কাউকে জোর করে মুসলমান বানাতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা যদি সকলকে জোর করে মুসলমান করতে চায়তেন তবে সমগ্র মানবজাতিকে মুসলমান হিসেবেই সৃষ্টি করতেন। অতএব কারোও উপর জোর করে কোন ধর্ম চাপিয়ে দিতে পারেন না।

পিদারাবদ, স্পেন থেকে Daily Cordoba পত্রিকার সাংবাদিক মি. রাফায়েলও এই প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানা সর্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ ছিল। এই আন্তর্জাতিক জলসায় আমরা স্পষ্টভাবে জেনে গিয়েছি যে, জামাত আহমদীয়ার চিন্তাধারা অত্যন্ত নরমপন্থী। জামাত আহমদীয়ার কারণে ইসলামের স্বরূপ উন্মোচিত হচ্ছে যা উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং যাবতীয় প্রকারের উগ্রবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত।

একজন পত্র সাংবাদিকের স্ত্রী মারিয়া ডেল কারমেন স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন। তিনি বলেন: আমি পূর্বেও এই জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি। এবার আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, এই জলসা হল অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টিকারী অভিজ্ঞতা। আমাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ না দেখে ভাল জিনিস গুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত আর এই জলসায় আমরা এই জিনিসটিই লক্ষ্য করেছি।

আর্জেন্টাইন থেকে আগত এক পত্র সাংবাদিক পবলো প্লা বলেন: জলসায় অংশ গ্রহণ করা আমার জন্য দারুন অভিজ্ঞতা ছিল। এই জলসার কারণে আমি উগ্রবাদ, মহিলা এবং অন্যান্য ধর্মের বিষয়ে জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

আমি একথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছি যে, জামাত আহমদীয়ার সদস্য সংখ্যা কয়েক কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে। এবছর ছয় লক্ষেরও বেশি মানুষ জামাত আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খলীফাতুল মসীহর সাথে আমাদের সাক্ষাতও ছিল অসাধারণ। তিনি আমাদের সাথে প্রেমসুলভ ভঙ্গিতে সম্মানপূর্বক আচরণ করেছেন। আমাকে জামাতে আহমদীয়ার এবিষয়টি খুবই ভাল লেগেছে যে, ভালবাসা, শান্তি, ন্যায়-নীতি এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা এর মূল নীতি। এই জলসায় অংশ গ্রহণ করে আহমদীদের চিন্তাধারা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। জামাত আহমদীয়ার বার্তা প্রসারের জন্য আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। আমি যে চ্যানেলের প্রতিনিধি তার দর্শক সংখ্যা চল্লিশ লক্ষের অধিক। আমি নিজের চ্যানেরে আপনার বার্তা প্রচার করব।

স্পেন এবং আর্জেন্টাইনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান ৮টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

আয়ারল্যান্ড থেকে ছ'জন অতিথি সংবলিত একটি প্রতিনিধ দল এসেছিল। যারা হলেন -সেনেটর Trevor O Lolchartaigh, সিনিয়র সাংসদ Mr. Emron Cuive, National Diversity Police -এর অধিকর্তা Darren Howlet Coventry।

দলের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর হুযুর আনোয়ার (আই.) জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলেন: এখানে একটি অস্থায়ী ভিলেজ তৈরী করা হয়েছে। যাবতীয় ব্যবস্থাপনাই অস্থায়ী আর সমস্ত কাজ স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। বৃষ্টি এবং দুর্যোগপূর্ণ আবওহাওয়ার কারণে আপনাদের সেবা আপ্যায়নে যদি কোন ত্রুটি হয়ে থাকে তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এই যেখানে অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে, আপনি কয়েকদিন পরে এখানে এসে চারিদিকে কেবল সবুজ মাঠ দেখবেন।

দলের এক মহিলা বলেন: আয়ারল্যান্ডের মুবাল্লিগ ইব্রাহিম নোনান সাহেব অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ এবং অন্যদের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমাদের মুরুব্বীদের এমনই হওয়া উচিত। মানবতার কারণে প্রত্যেকের উচিত পরস্পরের প্রতি সংবেদনশীল থাকা এবং উপকারে আসা উচিত। Darren Howlet Coventry যিনি ডাইভার্সিটি অফিস পুলিসের অধিকর্তা তিনি বলেন- এটি আমার প্রথম জলসা সালানা ছিল। জলসায় জামাত আহমদীয়ার সংকল্পবদ্ধ, সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং পুণ্য প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে যারা 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর মৌখিক দাবিই করে না বরং সমস্ত কর্মী এবং অংশ গ্রহণকারীরা নিঃস্বার্থভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবার ব্যবহারিক দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেছে।

জামাত আহমদীয়ার ইমামের ভাষণে ন্যায়-নীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিপর্যায়ে এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ভাষণের পূর্বে যে নযম পরিবেশিত হয়েছে সেটিও আমার উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ যে, আপনি আমাকে এত বড় সুযোগ প্রদান করেছেন যেখানে আমি ইসলাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার এবং জলসার অনুষ্ঠানমালা থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি।

আরও একজন অতিথি যিনি প্রবীণ সাংসদ, তিনি বলেন: আমি জামাত আহমদীয়ার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ কেননা তারা আামাকে দ্বিতীয় বার জলসায় আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এমনিতে গোটা জলসা-ই অসাধারণ ছিল, কিন্তু আমার জন্য সব থেকে অসাধারণ মূহুর্ত ছিল জামাত আহমদীয়ার ইমামের সঙ্গে সাক্ষাত। খলীফাতুল মসীহ এক মহান নেতা এবং বড়ই দয়ালু মানুষ।

আয়ারল্যান্ডের আরেক অতিথি যিনি সিনিয়র সেনেটর, তিনি বলেন: বিশ্বব্যাপি আহমদীদের সঙ্গে সময় যাপন করাকে আমি নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করি। যে বিষয়টি আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে সেটি হল আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য। জামাত আহমদীয়া সকল প্রকারের প্রশ্ন শোনার জন্য প্রস্তুত থাকে আর কোন সমস্যা এড়িয়ে যায় না, বরং প্রত্যেক সমস্যসার উত্তর দেয়। এটি আমার খুব ভাল লেগেছে। এখানে সারা পৃথিবী থেকে আগত বিভিন্ন ধর্ম এবং বর্ণের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করাও ছিল অসাধারণ বিষয়। বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মানুষের একত্রিত হওয়া প্রমাণ করে যে, জামাত আহমদীয়া ঐক্য, একাত্মতা এবং পরস্পরকে বোঝার জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে। এছাড়াও জলসার ব্যবস্থাপনার ব্যাপকতাও বিস্ময়কর ছিল। এই জলসাকে সফল করার জন্য আপনারা যে চেষ্টা করেছেন, বস্তুত তা আপনাদের এবং আপনাদের ধর্মের মহানুভবতার পরিচায়ক।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এক অতিথি বলেন: জামাত আহমদীয়ার ইমাম মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাত করে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। তিনি হলেন এক বিশেষ সত্ত্বা, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর যাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই সাক্ষাত পর্বটি ৮টা ৩৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

হল্যান্ডের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

হল্যান্ড থেকে তিন জন অতিথি এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে হল্যান্ডের প্রাক্তন সাংসদ মি. হ্যারি ভ্যান বমেল মহাশয়ও ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হল্যান্ড আগমণ কালে ৬ই অক্টোবর তাঁর জাতীয় সংসদে যখন ভাষণ প্রদান সেই সময় মি. হ্যারি উক্ত অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের ভুমিকা পালন করেছিলেন। মহাশয় সেই সময় বিদেশ নীতি বিষয়ক কমিটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) অতিথিবৃন্দের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর বলেন: জলসার দিনগুলিতে বৃষ্টি হয়েছিল। আর আবহাওয়া প্রতিকুল ছিল। কিন্তু অতিথিদের যেন কোন রূপ অসুবিধা না হয় সে জন্য আমরা চেষ্টায় কোন ত্রুটি রাখি নি। এখানে যাবতীয় ব্যবস্থাপনা অস্থায়ী হয়ে থাকে আর এর অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার অধীনে একটি শহর গড়ে তোলা হয়েছে।

একথা শুনে মি. হ্যারি ব্যান বমেল বলেন: সমস্ত ব্যবস্থাপনা অসাধারণ ছিল এবং আমাদের সব দিক থেকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। আমাদের খাতির আপ্যায়ন করা হচ্ছে।

এই প্রতিনিধ দলে দুই জন যুবকও ছিলেন। তারা বলেন, এখন আমরা বয়আত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বলে মনে করি।

একথা শুনে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: বয়আত হল মনের সিদ্ধান্ত। মন সম্পূর্ণ রূপে আশ্বস্ত হলে তবে বয়আত করবে।

প্রাক্তন সংসদ সদস্য মি.হ্যারি ব্যান বমেল নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: আমি জলসায় অংশ গ্রহণ করে সেই জগত প্রত্যক্ষ করেছি যেখানে 'ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এর বাস্তব নমুনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। এই জামাত সেবামূলক কাজ এবং মানবাধিকারের জন্য সারা বিশ্বে সংগ্রাম করে চলেছে। অতীতে হল্যান্ডের সংসদীয় কমিটি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর আপ্যায়ন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। ভবিষ্যতেও আমরা পাকিস্তান, আফ্রিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে অভিব্যক্তির স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে কাজ করব।

ভদ্রলোক হাদিকাতুল মাহদীতে প্রবেশ করার সময় প্রবল বৃষ্টিতে স্বেচ্ছাসেবী যুবককে সেবারত অবস্থায় দেখে বলেন, আমি ষোল বছর বয়স থেকে রাজনীতিতে আছি আর এই স্থানে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন প্রকারের বৈঠক এবং সম্মেলনের আয়োজন করেছি এবং বিভিন্ন বৈঠক ও সম্মেলনে নিজেও যোগদান করেছি, কিন্তু জামাত আহমদীয়ার এই পরিবেশ দেখে আমি অনেক কিছু শেখার সুযোগ পেয়েছি। আমি জামাত আহমদীয়া স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সেবা দান করা প্রসঙ্গে অনেক কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এই প্রথম এমনটি হতে দেখলাম। রাস্তায় কিছু গাড়ি কাদায় আটকে পড়েছিল। স্বেচ্ছসেবী খুদ্দামরা সেগুলিকে ধাক্কা

দিয়ে কাদা থেকে বের করছিল। যখন তাঁর গাড়ি আটকে পড়ে তখন তিনি বলেন, আমার বিশ্বাস আমার গাড়ি আটকে যাওয়ার কারণে আমাকে নিজের জামা প্যান্ট নোংরা করতে হবে না, বরং খুদ্দামরা আমার সাহায্য করবে। এমনটিই হয়। পাঁচ-ছয় জন খুদ্দাম আমার গাড়ির দিকে ছুটে আসে আর দশ মিনিট চেষ্টার পর গাড়িটিকে কাদা থেকে বের করে দেয়। এই কাজটি করার সময় গাড়ির চাকা ঘুরতে থাকার ফলে তাদের মুখমণ্ডলে কাদার ছিটে এসে পড়ে। তা দেখে ভদ্রলোক বলেন, আপনার জামাতের মানুষ কেবল আতিথেয়তাতেই এগিয়ে নেই বরং অতিথিদের সর্বাত্মক সেবা-যত্ন করে থাকে। এই বৈশিষ্ট্য পৃথিবীর অন্য কোন সংগঠনে মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না।

হল্যান্ড থেকে আগত আরেক অতিথি মি. আর্নাড ব্যান ডুম নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন: জলসা সালানার পরিবেশ অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এই অসাধারণ সমাবেশ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। আমি অনেকের সাথে সাক্ষাত করেছি যা আমার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে। পরিবেশের মধ্যে এক ইতিবাচক বার্তার আঘ্রাণ ভেসে বেড়াচ্ছিল। জলসায় যুবকদের উদ্যমপূর্ণ অংশগ্রহণ এবং নিঃস্বার্থ সেবা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যুবকদেরকে কাজ করতে দেখে আমার মধ্যে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। আমি অগণিত মুসলিম এবং অমুসলিম অনুষ্ঠানের অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু যুবকদেরকে এমন উদ্যমী হতে দেখার অভিজ্ঞাত আমার এই প্রথম।

হল্যান্ডের প্রতিনিদি দলের সঙ্গে এই সাক্ষাত পর্ব ৮টা ৪৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

সিরালিওনের প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

সিরালিওন থেকে আগত এক অতিথিনী হাজা হাওয়া বাঙ্গুরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি সিরালিওনের আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদের প্রত্যাশী। এর পূর্বে তিনি দেশের মন্ত্রী পদেও থেকেছেন। এছাড়াও তিনি সিরালিওনের পক্ষ থেকে জাতি সংঘে প্রতিনিধি পদেও থেকেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাঁকে জলসার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলেন যে, আপনার কোন প্রকার কষ্ট হয় নি তো?

এর উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন: আমার সব দিক থেকে খেয়াল রাখা হয়েছে। আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুষ্ঠ ছিল। প্রত্যেকটি কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করা হচ্ছিল। আমি দেখেছি যে, ছোট থেকে বড় সকলেই কাজে নিয়োজিত ছিল। এমন ব্যবস্তাপনা আমি জীবনের আর কোথাও দেখিনি।

এই সাক্ষাতপর্বটি ৮টা ৫০ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজ

আজ অনুষ্ঠান অনুসারে রিজার্ভ বিভাগ (১)-এ ওকালত তবশীরের অধীনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিদের সম্মানে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.) স্বয়ং এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমাবেশে উপস্থিত অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, বিভিন্ন দেশের সরকারি বিভাগে কর্মরত আধিকারিকবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের প্রতিনিধিবর্গ, প্রধান বিচার পতি, বিচার পতি, সিনিয়র উকিল,ও কলেজের প্রিন্সিপাল, ভাইস চান্সেলর, প্রফেসর এবং বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষ।

প্রায় রাত ৯টা ২৫ মিনিটে এই অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর তিনি পুরুষদের হলঘরে এসে মগরিব ও এশার নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিজের বিশ্রাম কক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

৩০ শে জুলাই, ২০১৭

আজ জলসার তৃতীয় ও শেষ দিন ছিল। সকালের অধিবেশনের পর বেলা ১টার সময় আন্তর্জাতিক বয়াতের অনুষ্ঠান ছিল। বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অ-আহমদী এবং অ-মুসলিম অতিথিরা যেমন আন্তর্জাতিক বয়াতের দৃশ্য দেখেন তেমনি অনেকে আবার বয়আতের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণও করেন এবং অনেকে যথারীতি বয়আত করে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হন।

আন্তর্জাতিক বয়আত

হুযুর আনোয়ার (আই.) বেলা ১টা ১০ মিনিটে পুরুষ জলসাাগাহে পদার্পন করেন। হুযুর হুযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর কোট পরিহিত ছিলেন। তাঁর আগমণের পূর্বেই মঞ্চের সামনে গ্রীন এরিয়ায় বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামাতের প্রতিনিধিবর্গ, মরকয কাদিয়ান, মরকয রাবোয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দল এবং বিভিন্ন জাতির নও মোবাঈন সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট ছিলেন।

বয়আত গ্রহণের পূর্বে হুযুর আনোয়ার (আই.) চলতি বছরে হওয়া বয়আতের ঘোষণা করেন-

‘ এ বছর আল্লাহ্ তা’লার ফযলে একশ চব্বিশটি দেশ থেকে ২৫৭ টি জাতি থেকে ৬ লক্ষ ৯ হাজার ৫৫৬ জন ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। বয়আতের সময় নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর হাতে হাত রাখার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

১) মাননীয় ফজলুর রহমান সাহেব, নাযের আমুরে আমা, ভারত (কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, কাদিয়ান)

২) মাননীয় সালেক আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া পাকিস্তান (কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, রাবোয়া)

৩) মাননীয় আব্দুর রহীম জলাল সাহেব, আফ্রিকি বংশোদ্ভুত আমেরিকান (প্রতিনিধি, আমেরিকা মহাদেশ)

৪) মাননীয় মহম্মদ আলী কায়রে সাহেব, আমীর জামাত, ইউগান্ডা (প্রতিনিধি, আফ্রিকা মহাদেশ)

৫) মাননীয় ইব্রাহিম ইখলিফ সাহেব, সেক্রেটারী, যুক্তরাজ্য (প্রতিনিধি, ইউরোপ ও আরবদেশসমূহ)

৬) (মাউরি আহমদী) মাননীয় ম্যাথিউ আবু বাকার সাহেব (প্রতিনিধি, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ)

হুযুর আনোয়ার (আই.) বয়আতের অঙ্গিকার বাক্য উচ্চারণ করছিলেন আর এখানে জলসায় উপস্থিতবর্গ এবং এম.টি.এ ইন্ট্যারন্যাশনাল টিভির মাধ্যমে বিভিন্ন মসজিদ, নামায সেন্টার এবং বাড়িতে বসে সরাসরি এই বরকতপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে অঙ্গিকার বাক্য পুনরাবৃত্তি করছিলেন। হুযুর আনোয়ার প্রথমে এই অঙ্গিকার বাক্য আরবিতে এবং পরে ইংরেজিতে পাঠ করেন আর বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবর্গ সঙ্গে সঙ্গে এর অনুবাদ করে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়বার হুযুর আনোয়ার কেবল উর্দুতেই অঙ্গিকার বাক্য পাঠ করেন।

আন্তর্জাতিক বয়আতের পর সমস্ত সদস্য হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নেতৃত্বে আল্লাহ্ দরবারে সিজদরত হন এবং এরই সঙ্গে এই অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

আন্তর্জাতিক বয়াতের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মঞ্চে পদার্পণ করেন যেখানে তিনি যোহর ও আসরের নামায জমা করে পড়ান। নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্রামকক্ষের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেন।

আন্তর্জাতিক বয়আত সম্পর্কে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

মেক্সিকোর এক নও মোবাঈ রোযালিনা লারা বলেন: আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় এমন মনে হচ্ছিল যে, প্রত্যেকটি বাক্য উচ্চারণ করার মাধ্যমে খোদা তালার হাতে পুনরায় বয়আত করার অঙ্গিকার করেছি এবং বয়আতের মাধ্যমে আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে। আমি আহমদীয়াতের অংশ হতে পেরে গর্বিত। আহমীয়াত সমগ্র বিশ্বের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য শিক্ষা দেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে মানবতার সহায়তা করে। জলসায় সালানায় এসে আমি ইসলাম ও জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি।

তর্কেমেনিস্তানের এক বন্ধু ‘আব্দুর রশীদ সাহেব বয়আত প্রসঙ্গে বলেন: বয়আত করার সময় আমার চোখে অশ্রুধারা ছিল। আমার পিতার মৃত্যুতেও অমি অশ্রুপাত করি নি। বাহ্যতঃ মনে হচ্ছিল এই অশ্রুপাত অকারণ। কিন্তু পরে আমি উপলব্ধি করি যে, পৃথিবীতে এখন এক আশার উদ্রেক ঘটেছে আর লক্ষ লক্ষ মানুষের এমন এক জামাত প্রস্তুত হয়ে গেছে যে, যা অনন্য ও অতুলনীয়। এই জামাত নিজের কাজের মাধ্যমে প্রত্যেকটি সমস্যা ও বিপদাবলী থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য যাবতীয় ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত।

অনুরূপভাবে ক্রোশিয়ান পার্লামেন্টের সাংসদ মি. হাজদুকোভিক ডোমাঙ্গোজ জলসায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি আন্তর্জাতিক বয়আত সম্পর্কে বলেন: আন্তর্জাতিক বয়আত অনুষ্ঠান আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে। আমি খৃষ্টধর্মে Faith Reconfirmation অনুষ্ঠানে অনেকবার অংশ গ্রহণ করেছি। কিন্তু যে আবেগ, নিষ্ঠা এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ততার সংকল্প জামাতে আহমদীয়ার আন্তর্জাতিক বয়াতে প্রত্যক্ষ করেছি তা এক বিচিত্র ও বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ছিল যা সারা জীবন আমার স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে।

মিশরের ডাক্তার হানি রুশওয়ান আরবী এবং মিশরের প্রাচীন ভাষা বিশেষজ্ঞ, তিনিও জলসায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক বয়আতের সময় জলসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন। জলসা প্রাঙ্গণের বাইরে চতুর্দিকে কেবলই সারিবদ্ধ মানুষের ভিড় দেখে আমি অত্যন্ত প্রভাবিত ও বিস্ময়াাভিভূত হয়েছি।

তিনি আরও বলেন, আমাদের দেশ মিশরে এমন সুব্যবস্থা অসম্ভব বিষয়। তিনি এতটাই আবেগাপ্লু হয়ে পড়েন যে, বয়আতের সময় সারিতে যোগ দেন এবং হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ইস্তেগফারের পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তিনি জলসার পরিবেশে যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছেন।

জলসায় অংশগ্রহণকারী এক মহিলা সাংবাদিক আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় বয়াতের অঙ্গিকার বাক্য পাঠ করতে আরম্ভ করেন। পরে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন:

আমি জানি না সেই মূহুর্তে আমার কি হয়েছিল। কিন্তু, আমার জীবনে এই ধরণের আবেগ ও অনুভুতি এরপূর্বে কখনো জাগে নি। আমি

এরপর ষোলোর পাতায়.....

সাতের পাতার পর.....

সূরাতুল হিজরের ৩০ থেকে ৩৩ পর্যন্ত পড়ার নসীহত করছেন। জাগ্রত হওয়ার পর তিনি আমাদের মিশন হাউসে আসেন আর ভাই বোনদের আচরণের কথা উল্লেখ করেন, একই সাথে স্বপ্নের ব্যাখ্যাও চান। তখন মুরব্বী সাহেব তাকে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো বের করে দেখান, যাতে আদম (আ.) সৃষ্টি হওয়ার পর ফেরেশতাদের সেজদা এবং ইবলিসের অবাধ্যতার কথা উল্লেখ রয়েছে। তাকে বলা হয়েছে আজ সকালে যে ঘটনা ঘটেছে সেই ক্ষেত্রে এটি খোদার দিক নির্দেশনা যে আপনার বয়আত গ্রহণ করা সত্যিকার অর্থে ফেরেশতার কর্মপন্থা অবলম্বন করারই নামান্তর। সেই ভদ্রলোক তখনই বয়আত করেন এবং জামা'তভুক্ত হন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খুবই কর্মঠ এবং সক্রিয় সদস্য জামা'তের।

অনুরূপভাবে আইভোরিকোষ্টের গায়েলাও এর নতুন বয়আতকারী বন্ধু কুনে আদমা সাহেব স্বপ্নের ভিত্তিতে আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শুনাচ্ছেন। তিনি বলেন যে, একদিন স্বপ্নে দেখি যে, আমি নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাই সেখানে দেখি যে, মসজিদ নামাজিতে কানায় কানায় পরিপূর্ণ, নামায পড়ার জন্য একদিকে আমার জায়নামায বিছাতেই হঠাৎ করে এক ব্যক্তি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, আমি কোন ফেরকার সাথে সম্পর্ক রাখি, কোন ফেরকার সম্পর্কযুক্ত মুসলমান আমি। আমার কাছ থেকে আমার জায়নামায নিয়ে যান এবং আমি তাকে উত্তর দিই এবং বলি যে, আমি আহমদী মুসলমান, তখন সেই ব্যক্তি আমাকে আহমদীয়া মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে বলেন। এই স্বপ্ন দেখে আমি নিশ্চিত হই বা আশ্বস্ত হই, আর বয়আত করে জামা'তভুক্ত হই।

অনুরূপভাবে ইয়ামেনের এক ভদ্র মহিলার নাম হল জামিলা সাহেবা, তার আহমদীয়াত গ্রহণের ঘটনা শুনিয়ে তিনি বলেন: জামা'তে আহমদীয়ার সাথে পরিচিত হওয়ার অনেক পূর্বেই আমি সৌদি আরবে ছিলাম, সেখানে সূফি মতবাদের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। হযরত আব্দুল কাদের জিলানীর পুস্তকাবলী আমার ভাল লাগা আরম্ভ হয়, তার বর্ণিত নির্জনতার পন্থা অবলম্বন করে আমি কিছুটা প্রশান্তি পেতাম, আধ্যাত্মিকতার একটা অনুভূতি হত। ইনি কীভাবে যিকর করতেন, রীতি কি ছিল? তাহল একশত বার সূরা ফাতেহা, আয়াতুল কুরসী এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর এক এক হাজার বার দুরুদ শরীফ এবং ইস্তেগফার করা হত। সূফীদের রীতি এটি। তিনি বলছেন যে, সেই নির্জনতার সময় অতিবাহিত করার যুগে এক রাতে স্বপ্নে দেখি চন্দ্র তুল্য অনেক বড় এক নক্ষত্র পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে, এখানে চলাফেরা করছে, ছাদের পথে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে, আমি ভীত ছিলাম, একই সাথে আশ্চার্যান্বিত ছিলাম। আমার চোখ খুলে যায়। কয়েক দিন পরেই আরেকটি স্বপ্নে আরো পাঁচটি নক্ষত্র আমি দেখি, সারিবদ্ধভাবে তারা পৃথিবীতে চলাফেরা করছিল; কিন্তু পূর্বে দেখা নক্ষত্র থেকে ছোট ছিল। জমিলা সাহেবার সামনে এটি স্পষ্ট ছিল না। যাহোক, প্রথম নক্ষত্র হিসেবে হয়তো মসীহ্ মওউদ (আ.) কে দেখেছেন। এরপর পাঁচ খলিফাকে দেখেন। যাহোক তিনি বলেন যে, যখন এম.টি.এ-এর মাধ্যমে জামা'তের কথা অবগত হই। এ সম্পর্কে জানার পিপাসা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এম.টি.এ দেখাকালে আমার হৃদয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে তিনিই যুগ ইমাম। সেই যুগে আমি আল হেয়ারুল মুবাশ্বের অনুষ্ঠান শুনেছি। বলা হয়েছে ইমাম মাহদীর সত্যতা সম্পর্কে গবেষণাকারীদের ইস্তেখারা করে খোদার কাছে দিক নির্দেশনার জন্য দোয়া করা উচিত। বর্ণিত পন্থা অনুসারে আমি দুই রাকাত নামায পড়ি আর ঘুমিয়ে পড়ি। সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মক্কা মুকার্‌রমায় মানুষের এক বিশাল জনগোষ্ঠির মাঝে রয়েছি, মানুষ পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর করে মাথা উঁচু করে কোন ব্যক্তিকে দেখার চেষ্টা করে তখন উচ্চস্বরে এক ব্যক্তি বলে যে, হে মানব মণ্ডলী! তোমাদের ইমাম এসে গেছেন, হে মানব জাতি! ইমাম মাহদী এসে গেছেন। আমিও তাকে দেখা আরম্ভ করি। এক পর্যায়ে ইমাম মাহদী (আ.) একটি উঁচু স্থানে সবার সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর পবিত্র চেহারা সমুজ্জ্বল চাঁদের মত উদ্ভাসিত ছিল। চোখে এক প্রকার বেদনা বিরাজমান ছিল। আমি মনোযোগ সহকারে তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, তখন তা অবিকল সেই ইমাম মাহদী এবং মসীহ্ মওউদের চেহারা ছিল যাকে আমি এম.টি.এ-তে দেখেছি। এটি দেখতেই আমার চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে থাকে, আমি অঝোরে ক্রন্দন শুরু করি। এই স্বপ্ন যখন দেখছিলাম তখন আমার স্বামী জাগ্রত ছিলেন, (ইনি ঘুমন্ত, স্বামী জাগ্রত ছিল)। স্বামী আমাকে উঠিয়ে বলে তুমি গভীর বেদনার সাথে কাঁদছ। আমি চোখ খোলার পর আমার দু'চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল। এই স্বপ্ন দেখার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এটিই সত্য আর এ ব্যক্তি যুগ ইমাম আমি সেই ইমামের হাতে বয়আত করার সিদ্ধান্ত নিই। ইনি ইয়ামেনের অধিবাসীনী, ইয়ামেনের কথা সবাই জানেন আজকাল অবস্থা খুবই শোচনীয় সেখানে। সামুদ্রিক এবং আকাশ পথ সৌদি আরব বা প্রতিবেশী দেশ বন্ধ করে দিয়েছে। সকল প্রকার সাহায্যের পথে সেখানে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। নিষ্পাপ, নিরীহ মহিলা, শিশু, বয়োঃবৃদ্ধ মানুষেরা অনাহারে এবং বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে। এর কারণ এটি যে, তারা আগত ইমামকে মানে না, এদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা এদের অবস্থায় পরিবর্তন আনুন, তারা স্বাধীন পরিবেশে সহজে সুন্দরভাবে জীবন যাপনের যেন সুযোগ পায়। আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করুন।

অনেক নেক প্রকৃতির মানুষ আন্তরিকভাবে আহমদীয়াতকে সত্য মনে করা সত্ত্বেও কোন কোন কারণে বয়আত করে না। আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তাদের রীতিমত জামা'তভুক্ত হওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন এই সম্পর্কে মালীর কাঈ অঞ্চলের মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন যে, এক বন্ধু আব্দুল্লাহ জাবির এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রমযানের শেষ 'আশারায়' হঠাৎ ইন্তেকাল হয়। একদিন স্বপ্নে দেখেন যে সেই মৃত বন্ধুর সাথে তিনি বাসে সফর করছেন। তার বন্ধু তাকে বলেন যে, তুমি যেই জামা'তভুক্ত হচ্ছো সেটি সত্য জামা'ত, আমিও এই জামা'তেই যোগ দিচ্ছি। আব্দুল হাই জাবি সাহেব রীতিমত আমাদের রেডিও শুনতেন, আন্তরিকভাবে বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আহমদী ছিলেন কিন্তু তখনও বয়আত করেন নি। এই স্বপ্ন দেখার পর ফোন করে তিনি বলেন, আমি কাঈ শহর থেকে বহু দূরে বাস করি, আপনাদের রেডিও, শুনি, তবলীগ শুনি, এভাবে স্বপ্ন দেখেছি, আমার বয়আত গ্রহণ করুন। আজ থেকে আমি আহমদী।

পুনরায় মিশরের এক বন্ধু হামদু গারীব সাহেব বলছেন যে, আমার বয়স যখন ৯ ছিল তখন স্বপ্নে একটি প্রতাপন্বিত ধ্বনি শুনতাম যার আওয়াজ আমার কানে প্রতিধ্বনিত হত। আমি বুঝতাম না কিন্তু শুনে ভয় পেতাম। তারপর ২০১০ সনে যখন এম.টি.এ আল আরাবিয়ার সাথে পরিচিত হই এতে শরীফ আওদা সাহেব এবং আসাদ মূসা সাহেবের কণ্ঠে মসীহ্ মওউদের কিছু উদ্ধৃতি শুনে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝতে পারি যে, এটি সেই ধ্বনি যা ৯ বছর বয়স থেকে স্বপ্নে শুনছি, এরপর গভীর আগ্রহের সাথে এম.টি.এ দেখতে থাকি, মসীহ্ মওউদ (আ.) এর রচনাবলী, তাঁর বাণী, তাঁর নযম আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করত। মহানবী (সা.) এর পবিত্র চেহারার কথা ভাবলে মসীহ্ মওউদের ছবি আমার সামনে এসে যায়। একদিন আমি এম.টি.এ দেখছিলাম, একই সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ছবিও আসছিল, আমি সেই ছবিকে সম্বোধন করে বলি, আমি খোদার কসম খেয়ে তোমাকে বলছি যে, তুমি স্বয়ং আমাকে বল, তুমি স্বীয় দাবিতে সত্যবাদী কি না। এরপর আমি চাকুরি স্থলে চলে যাই। সন্ধ্যায় যখন ফিরে আসি তাৎক্ষণিভাবে টেলিভিশন অন করে এম.টি.এ লাগাই তখন এতে মসীহ্ মওউদ (আ.) এর এই উদ্ধৃতি হচ্ছিল যে, "ইয়া কওমি ইন্নি মিনাল্লাহে ইন্নি মিনাল্লাহে ইন্নি মিনাল্লাহে ওয়া উশহেদু রাব্বী আন্নি মিনাল্লাহ।" অর্থাৎ হে আমার জাতি, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছি, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এসেছি, আমি আমার প্রভুকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি খোদার পক্ষ থেকে। এটি শুনতেই আমি নতজানু হয়ে মাটিতে পড়ে যাই আর অবলীলায় টেলিভিশনেই মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ছবিতে চুমু খেয়ে 'আলাইকাস সালাতো আলাইকাস সালাম' বলা আরম্ভ করি। নিমেষে আহমদীয়াতই আমার সব কিছু হয়ে যায়। এরপর তিনি বয়আত করেন।

জর্দানের এক বন্ধু জামিল জিরান সাহেব বয়আতের বৃত্তান্ত তুলে ধরতে গিয়ে বলেন ১৯৯২ সালে উম্মতে মুসলেমা যখন বিভিন্ন সমস্যা ও বিপদাপদের সম্মুখীন তখন দিনরাত আমি এটিই ভাবতাম যে, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বা খায়রে উম্মতের সাথে এটি কী হচ্ছে, আর অদ্ভুদ বিষয় হল খায়রে উম্মত বা শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান বিভেদ এবং দলাদলির শিকার এবং অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে লিপ্ত। আমার ভিতর থেকে আওয়াজ উদ্ভুত হয়, আমাদের ধর্ম তো এমন নয়, যেমনটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। নিশ্চয় এমন কোন বিষয় আছে যার প্রতি উম্মত ঔদাসিন্য প্রদর্শন করছে। তিনি বলেন এক রাতে স্বপ্নে দেখি পথে একা দাঁড়িয়ে আছি, যা সোজা এবং পাকা, তখন একটি আধুনিক মার্সেডিস কার আসে, তাতে চালকের পার্শ্ববর্তী আসনে এক ব্যক্তি বসে আছেন, যিনি আমাকে কার চালানোর নির্দেশ দিচ্ছেন, আমি চালকের আসনে বসে যাই, আমার হৃদয়ে এ কথা সঞ্চার করা হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর সাথে বসে আছি, আমার ভয় হতে থাকে, গাড়ী চলতে থাকে, রাস্তায় হঠাৎ করে অনেক কালো চেহারার

মানুষ আবির্ভুত হয়, রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে যায়, তাদের কাছে কিছু অস্ত্রসস্ত্র ছিল, তারা আমাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করে কিন্তু কোন গুলি আমাদের গায়ে লাগে নি। আমরা নিরাপদে একটি নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যাই। স্বপ্নেই আমি গাড়ি দাঁড় করাই, তখন হযরত ইমাম মাহদী (আ.) আমাকে বলেন যে, নিচে নাম, গাড়ির বুথ খুলো, আমি নিচে নেমে তা খুলি। সেখানে কাঠের খুব সুন্দর সিন্দুক রয়েছে, যাতে পাঁচ বছর বয়স্ক এক সুদর্শন বালক আমার প্রতি তাকায়। ঘুম থেকে জেগে স্বপ্ন দেখে খুবই আনন্দিত ছিলাম আর মনে মনে এটিই বলি যে, নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন বাণী। আমি এর এই ব্যাখ্যা করেছি যে, নতুন গাড়ি বলতে জীবনের নতুন সফর বুঝায়, কালো চেহারা যারা আমাদের লক্ষ্য করে গুলি করে এর অর্থ হল নতুন সফরের প্রতি শত্রুতা রাখে এমন কথা ও কর্ম যার কোন প্রভাব পড়বে না, সুন্দর সিন্দুকে গোপন বিষয়াদী রাখা হয়ে থাকে, পাঁচ বছর বয়স্ক বালক বলতে কিছু শুভ সংবাদ বুঝায়, যা পাঁচ বছরের ভিতর পূর্ণতা লাভ করবে। অদ্ভুদ বিষয় হল স্বপ্নের অর্থ যা তিনি নিজেই বুঝেছেন তা এভাবে প্রকাশ পায় আর জামা'তে আহমদীয়ার সাথে পরিচিত হওয়ার পর আমার জীবনের নতুন সফর আরম্ভ হয়। পঞ্চম খিলাফতের যুগে জামা'তভুক্ত হওয়ার আমি সৌভাগ্য লাভ করি। আমি আমার গ্রামে একা আহমদী ছিলাম। ইমাম মাহদী (আ.) এর ঘোষণা দিতেই আমার আপন-পর সবাই শত্রু হয়ে যায়। বিভিন্ন মসজিদ থেকে আমার বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়া জারি হতে থাকে, এরপর আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি যে, আল্লাহ্ এই সফরের পূর্ণতার জন্য আমাকে সাথী দান কর। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এমন নেক এবং ভাল লোক দিয়েছেন যাদেরকে আমি জানতামও না, তারাই আমার প্রকৃত আত্মীয়স্বজন প্রমাণিত হলেন।

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ সাহেব নামে এক বন্ধুর কথা শুনাচ্ছেন, তিনি সিরিয়া নিবাসী, আজকাল কানাডায় বসবাস করছেন। তিনি বলেন, এক সেলসম্যানের চাকরি করতাম, আমার গ্রাহকদের এক ব্যক্তির পুত্রের সাথে পরিচিত হই, এই যুবক আহমদী ছিল, তার সাথে গভীর হলে সে আমাকে জামা'তে আহমদীয়ার বিশ্বাস এবং এর সংস্কারমূলক বিভিন্ন বিষয়গুলোর অর্থ তুলে ধরে সে আমাকে ইসলামী নীতি দর্শনের আরবী অনুবাদ দেয়। এই বই পড়ে আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হই। এতে বিদ্যমান যৌক্তিক কথাবার্তা খুব ভাল লাগে। প্রায় এক বছর পর্যন্ত জামা'তের বিভিন্ন বই পড়তে থাকি একই সাথে এম.টি.এ আল আরাবিয়া দেখা আরম্ভ করি। একবছর অধ্যয়ন এবং এম.টি.এ দেখা আর জামা'তের বিশ্বাসের তুলনা করার পর আমার হৃদয়ে জামা'তে আহমদীয়ায় যোগ দেওয়ার বাসনা জন্ম নিতে থাকে কিন্তু আমার অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেকেই এ পবিত্র জামা'তভুক্ত হওয়ার যোগ্য মনে করতাম না। আর এই পর্যায়ে পৌঁছানোর পথ সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম। তাই আমার সেই বন্ধুকে বলি কিছু আহমদীর সাথে আমার স্বাক্ষাতের সুযোগ করে দাও। সে ঘরে কতক আহমদীরা সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে। এই নেক বন্ধু আসেন যার সাথে বসে আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম সম্পর্কে আলোচনা করে মনে হল যেন আমার আধ্যাত্মিক পিপাসার নিবারণ হচ্ছে। কেননা সত্য স্বপ্নের ভিত্তিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমার খোদা আমাকে ব্যর্থ এবং ধ্বংস করবেন না, আমাকে হেদায়াত দিবেন, এই চিন্তা করে আমি ইস্তেখারা আরম্ভ করি। আমি আমার চাকরি উপলক্ষ্যে দামেস্কে ছিলাম, আমার স্ত্রী হালবে পরিবারের সদস্যদের সাথে বসবাস করত। ইস্তেখারা আরম্ভ করার পর আমার স্ত্রীকে ফোন করে বলি এই সময়ের মাঝে কোন স্বপ্ন দেখলে আমাকে অবশ্যই জানাবে। তিনি বলেন যে, কিছুকাল পর পরবর্তী এক রাত আমার জন্য লাইলাতুল কদর প্রমাণিত হয়, যাতে আমি এক মহান স্বপ্ন দেখেছি, আমি আমার এক নেক এবং পুত আত্মীয়কে স্বপ্নে দেখি। তিনি একটি পৃষ্ঠা দেন আমাকে, তিনি বলেন এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে, আমি গভীর আগ্রহে সেই পৃষ্ঠা খুলি, তাতে লেখা ছিল 'আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু' আমি জাগ্রত হই আর খুবই আনন্দিত ছিলাম, আমার মুখে এই আয়াত ছিল যেই আয়াত পড়ছিলাম 'ওয়াদখুলুহা বেসালামিন আমেনীন' অর্থাৎ এতে নিরাপদে নির্ভয়ে প্রবেশ কর। জামা'তে প্রবেশ করার জন্য স্পষ্ট বার্তা এটি, যদি এই স্বপ্ন আগমণকারী মসীহ্ মওউদ (আ.) কে রসূলে করীম (সা.) এর সালাম পৌঁছানোর দিকে ইঙ্গিত ছিল কিন্তু তখন আমি এই কথা জানতাম না, যাহোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এটি আমার ইস্তেখারারই উত্তর আর এ কারণে আমি বয়আত করি।

আরেক ভদ্র মহিলা রয়েছেন সিরিয়ারই অধিবাসিনী। তিনি বয়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন: আহমদীয়াত সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে আমি এবং আমার বোন একটি জামা'তকে সত্য মনে করে সেই জামা'তে যোগ দিই কিন্তু পরে জানা গেছে যে এই জামা'ত শরীয়তের নামে নতুন শরীয়ত বানিয়ে রেখেছে। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়া করি এবং নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্! বল আজকে তোমার সঠিক ধর্ম কোথায়, আজকে কোন জামা'ত তোমার সাহার্য্য এবং সমর্থনপুষ্ট। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত এই দোয়া করার পর একদিন এমন মনে হল যেন কোন মহান নূর বা আলো আমার দেহে প্রবেশ করে। এই পরিস্থিতি দেখে আমি আমার দোয়া আরো তীব্রতর করে দেই আর গভীর ক্রন্দনের কারণে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত। এমন পরিস্থিতিতে স্বপ্নে দেখি এক ব্যক্তি আমার সাথে এসে দাঁড়িয়ে গেছেন। তখন আমার অনুভূতি এটিই হয়েছে যে আমার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশার্থে তিনি এসেছেন। আমি তাকে দেখে মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করি যে, এই ব্যক্তি কে? কিন্তু কোন উত্তর পাইনি। পরের দিন খোদার দরবারে আবার অনেক কাঁদি, ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি। একই অবস্থা আমার ওপর বিরাজ করে। সেই ব্যক্তিকে আবার স্বপ্নে দেখে, তৃতীয়বার আবার এমনই হয়, তখন আমি উচ্চস্বরে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে এই নিবেদন করি যে, আল্লাহ্ আমাকে বলুন যে এই সহানুভূতিশীল ব্যক্তি কে, কেন বার বার আমার সামনে আসেন, এই প্রশ্নের উত্তর কিছু দিন পর আমি পেয়েছি। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হল আমি আমার বোন এবং খালার সাথে বসতাম, প্রায় সময় এই বিষয়ে কথা হত যে, এখন মসীহ্ মওউদ এর এসে যাওয়া উচিত। আমরা বলতাম যে আজকালকার যুগে টেলিভিশনের মাধ্যমে কোন স্থান থেকে ঘোষণা করা কবে যে মসীহ্ এসে গেছেন আর মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য ছুটে যাবেন কিন্তু আমাদের মৌলভীরা তো টিভি দেখাই হারাম আখ্যা দিয়ে রেখেছে। কোন কোন অঞ্চলে আরব মৌলভীদের ফতওয়া হল টেলিভিশন দেখা হারাম। তিনি প্রশ্ন করেন যে টেলিভিশন যদি না দেখি তাহলে এটি জানব কী করে? আমাদের নিজেদের মাঝে পরস্পরের দীর্ঘ বিতর্কের পর মৌলভীদের ফতওয়াকে অবজ্ঞা করে আমরা টেলিভিশন এনে দেখা আরম্ভ করি এরপর এক অভিনব স্বপ্ন দেখি যা আমার অবস্থাই পাল্টে দিয়েছে। আমি দেখেছি এক দীর্ঘ ময়দানে আমি এমন অবস্থায় একটি কারে কিছু লোককে আসতে দেখি, যেই কারের ছাদে ছিল স্যাটেলাইট ডিস, তাদের কার এই মাঠের মাঝে পৌঁছে দাঁড়িয়ে যায়, সেখান থেকে কিছু মানুষ কিছু জিনিস পত্র বের করে মাঠে রাখে, তাদের একজন আরবি পোশাক পরিহিত, তার চেহারা ছিলি জ্যোতির্মণ্ডিত, হঠাৎ করে এ ব্যক্তি মাঠের মাঝ খান থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং বলে যে হে বোন! এখানে কী করছ? আমি উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনারা এখানে কী করছেন? তিনি বলেন যে আমরা নতুন টিভি চ্যানেল খোলার জন্য এসেছি, তুমি কি তা দেখবে? আমি বললাম কেন নয়, অবশ্যই দেখব। এই আলোচনা আলাপচারিতাকালে চোখ খুলে যায়, পরের দিন টেলিভিশন নিয়ে আসি, কিছুক্ষণের ভিতরই সবকিছু আমরা সেট করি, বার বার বিভিন্ন চ্যানেল দেখতে গিয়ে অনুভব করি যে, একটি চ্যানেল হল অনন্য, বরং এমন মনে হত যে, কোন ভিন্ন যুগের চ্যানেল, এই কারণেই অন্যান্য চ্যানেল ছেড়ে আমরা কিছুক্ষণের জন্য সেটি দেখা আরম্ভ করি, এই চ্যানেলটি ছিল এম.টি.এ। তখন হেওয়ারে মুবাশ্বের অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছিল, সেই অনুষ্ঠান দেখাকালে বার বার আমার চোখ প্রোগ্রামের সঞ্চালকের ওপর পড়ে, আমার মনে পড়ে যে কোথাও তাকে দেখেছি, হঠাৎ করে মনে পরে ইনি সেই ব্যক্তি যাকে আমি স্বপ্নে এক বৃহৎ ময়দানে স্যাটেলাইট চ্যানেল খুলতে দেখেছি। আর স্বপ্নেই চ্যানেল দেখার প্রতিশ্রুতি দিই, প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করে আমি সেই চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে থাকি এরপর এই চ্যানেলই আমার নিত্য দিনের সঙ্গী। একদিন রীতি অনুসারে তাদের প্রোগ্রাম দেখছিলাম। ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ শব্দ শুনে তখনই আমি এদিকে মনোযোগী হই আর তখন টেলিভিশনের পর্দায় একটা ছবি আসে, তার নিচে ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ শব্দ লিখা ছিল, আমার ঔৎসুক্য আরো বেড়ে যায় ততক্ষণে ইমাম মাহদীর রচনা থেকে উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়, প্রথম উদ্ধৃতির প্রথম বাক্যই আমার নিজের জীবনের অবস্থা পাল্টে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। তা ছিল "ওয়াল্লাহে ইন্নি মিনাল্লাহ আতায়তু ওয়ামাসতারইতু ফাকাদ খাবা মানিবতারা' খোদার কসম আমি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি, আমি কোন প্রতারণার আশ্রয় নিই নি, নিশ্চয় প্রতারক ব্যর্থ হয়। এই শব্দ শুনতেই আমি অবলীলায় বলে বসি এটি কোন সত্যবাদী ব্যক্তির বাণী, নিশ্চয় এ ব্যক্তি দাবির ক্ষেত্রে সত্য আর ইনি মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী।

উদ্ধৃতি চলাকালে পুনরায় যখন মসীহ্ মওউদের ছবি দেখানো হয় এবার এটি দেখে আমি সেখানেই স্থির হয়ে যাই, কেননা ইনিই সেই ব্যক্তি যাঁকে ইতিপূর্বে আমি দিব্যদর্শনে দেখেছি। তখন আমি খোদার কাছে কেঁদে কেঁদে দোয়ার সাথে বলেছিলাম যে, হে আল্লাহ্ আজকে তোমার সঠিক ধর্ম কোথায় আর সে কোন জামা'ত তোমার মদদ এবং সমর্থনপুষ্ট, তখন এ ব্যক্তিই আমার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শনের জন্য এসেছিলেন, তাঁকে দেখে আমি মনে মনে তখন নিজেকে প্রশ্ন করেছিলাম এই ব্যক্তি কে, টেলিভিশনে এই ছবি দেখে সেই দিব্যদর্শন এবং এর তাবিরও বুঝতে পেরেছি, আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নে আমাকে বলেছিলেন যে এই ব্যক্তির জামা'তই ঐশী সমর্থনপুষ্ট আর এই জামা'তই খোদার সত্য ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করে। আমি সেই ছবিকে কাঁদতে কাঁদতে সম্বোধন করি যে আজকে আপনি ইসলামের সুরক্ষার কাজ করছেন, আজকে আপনি খ্রিষ্টানদের আক্রমণকে প্রতিহত করছেন, আপনিই সত্য মাহদী এবং মসীহ্, আমি আপনাকে সত্যায়ন করি আর আপনার হাতে বয়আত করছি। অথচ আমি তখন জানতামও না যে মসীহ্ মওউদের হাতে বয়আত করা আবশ্যক কি না। আমি আমার কাছের লোকদেরকে এই জামা'তের চ্যানেল এবং জামা'ত সম্পর্কে অবহিত করি কিন্তু কেউ আমার কথাকে কোন গুরুত্ব দেয় নি কিন্তু আমার বোন এবং খালা অনবরতবেশ কিছু দিন এম.টি.এ দেখার পর বয়আতের সিদ্ধান্ত নেন, পরে আমার মা, ভাই এবং অন্য দু'জন বোনও বয়আত করেনে। তার নাম হল গানেল এজান সাহেবা।

পুনরায় মিশরের আরেক বন্ধুর নাম হল সাইদা খাঁ, আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হওয়ার পূর্বে স্বপ্নে নিজেকে এক বৃহৎ ময়দানে পাই, যেখানে খুবই সুন্দর এক তাঁবু আটানো ছিল যার বাইরে বেশ কিছু মানুষ নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল, নিরাপত্তা প্রহরীদের একজন আমাকে সম্বোধন করে বলে যে এখানে কি করে এলে? আমি বললাম যে আমি জানি না কিন্তু আপনিই বলুন যে এই তাঁবুতে কে? সেই নিরাপত্তা প্রহরী বলেন যে, এই তাবুতে রসূলে করীম (সা.) রয়েছেন, এটি শুনে আমি যারপরনায় আনন্দিত হই, একই সাথে ভীতিও আমার ওপর ছেয়ে যায় কেননা আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, আমি এই মহান জায়গায় পৌঁছলাম কীভাবে, যেখানে হুযূর (সা.) স্বয়ং উপস্থিত। সেই সময় মহানবী (সা.)এর খুবই চিত্তাকর্ষক এবং আকর্ষণীয় ধ্বনি আসতে থাকে, তিনি বলেন যে, তুমি আমাকে সম্মানিত করছ, সম্মান দিচ্ছ কিন্তু 'সেমা'কে কেন ছেড়ে এসেছো, প্রস্তুতি নাও সে আসছে। তখন তাঁবুর দরজা খুলে যায় আর মহানবী (সা.) আকাশী রঙ্গের চাদর পরিহিত অবস্থায় বাইরে আসেন অপর দিক থেকে সেমা নামের এক ছোট মেয়েও স্কুলের উর্দি পরে এসে যায়, সব নিরাপত্তা প্রহরীরা সারিবদ্ধ হয়ে মহানবী (সা.) এবং সেই মেয়েকে স্বাগত জানায়। তিনি লিখছেন যে, তখন আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করতাম না, সেমা নামের মেয়ের স্বপ্নে আসা আমার ধারণাকে দৃঢ় করে যে, এটি ছিল অগোছালো বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত স্বপ্ন, পরে বুঝতে পেরেছি যে, স্বপ্নে মেয়ের উপস্থিতি পরের স্বপ্নের সত্যায়নের দিকে ইঙ্গিত। যাহোক, এই স্বপ্নের দিকে কোন মনোযোগ দিই নি, কাউকে স্বপ্ন শুনাইও নি, বিশ্বাস ছিল না আমার এই স্বপ্নে। আর আমার ধারণা ছিল যে, এই মেয়ের আসা আসলে এমনই স্বপ্ন দেখার নামান্তর যা অর্থহীন অগোছালো ও বিক্ষিপ্ত যার উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কয়েক দিন যেতেই আরেকটি স্বপ্ন দেখি যা অনেকটা প্রথম স্বপ্নের সাথে সামঞ্জস্য রাখত। আমি এক বাদামী বর্ণের ব্যক্তিকে দেখি, জিজ্ঞেস করি ইনি কে, আমাকে বলা হল ইনি রসূলে করীম (সা.), তিনি কিছুক্ষণ পরে ইন্তেকাল করেন, তাঁকে দাফন করা হয়, তারপর দেখি চাঁদার মুদ্রার অনেক বড় একটি স্তপ। মানুষ বালতি ভরে ভরে তাঁর কবরে ফেলছে, আমি রীতি অনুসারে এই স্বপ্নকেও কোন গুরুত্ব দিই নি, কেননা স্বপ্নে আমার কোন বিশ্বাস ছিল না, কাউকে বলিও নি, কিন্তু উল্লিখিত উভয় স্বপ্ন একটি বিষয় ভাবতে আমাকে বাধ্য করেছে, তাহল আমি উভয় স্বপ্নে মহানবী (সা.) কে দেখেছি কিন্তু উভয় স্বপ্নে দেখা ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন, আমি প্রায়শ চিন্তা করতাম যে রসূলে করীম (সা.) এর চেহারাতো এক অভিন্ন হওয়া উচিত, আমার স্বপ্ন যদি সত্য হয় প্রত্যেক স্বপ্নে তাঁর চেহারা ভিন্ন কীভাবে হতে পারে। তিনি বলেন, কিছুদিন পর আমি একটা বইয়ের দোকানে ছিলাম, যেখানে আমি কাজ করতাম, বই পুস্তক পরিস্কার করছিলাম। পুরোনো পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী আমি সাজিয়ে রাখছিলাম। হঠাৎ করে এক পত্রিকার পৃষ্ঠায় একটা ছবি দেখে আমি হতভম্ব হয়ে যাই যে, এটি এক মেয়ের ছবি ছিল, কোন সাধারণ মেয়ে নয় বরং সেমা নামের সেই মেয়েটিই ছিল যাকে কয়েক দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছি, পড়ালেখা না থাকার কারণে, শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার কারণে কিছু বন্ধুকে মেয়ের কাহিনী জিজ্ঞেস করি যে, তখন আমি জানতে পারি যে, এই মেয়ে কিছুকাল পূর্বে এক সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হয়। যেহেতু পড়ালেখা জানতাম না, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকার সাথে কোন আকর্ষণ ছিল না তাই এ দুর্ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারি নি আর এ সম্পর্কে পূর্বে কিছু শুনিও নি। যাহোক সেমার ছবি দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আমার পূর্বের স্বপ্ন সত্য ছিল আর এ মেয়েকে স্বপ্নে দেখা আমার এই স্বপ্নের সত্যতার বিশ্বাস হৃদয়ে সৃষ্টির জন্য ছিল, একই সাথে এই বিশ্বাসও জন্মে যে, পূর্বের স্বপ্নের মত দ্বিতীয় স্বপ্নও আমার অবশ্যই আমার সত্য কিন্তু আমি বুঝতে পারিছলাম না যে দ্বিতীয় স্বপ্ন যদি সত্য হয় তাহলে রসূলে করীম (সা.) এর চেহারার ভিন্নতার অর্থটা কী। বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এক দিন টেলিভিশনে চ্যানেল পরিবর্তন করে দেখছিলাম তখন এম.টি.এ আসে, তখন হেওয়ারুল মুবাশ্বের অনুষ্ঠান চলছিল, যাতে ঈসা (আ.) এর মৃত্যু সংক্রান্ত আলোচনা হচ্ছিল। আমি যেহেতু পড়ালেখা জানতাম না, ধর্মীয় জ্ঞানও ছিল না বেশি একটা তাই এসব বিষয় আশ্চর্যের দৃষ্টিতে এসব বিষয় নিয়ে ভাবতে থাকি। কিছুক্ষণ পর শরীফ আওদা সাহেব অনুষ্ঠানে বলেন যে এখন আমরা বিরতিতে যাচ্ছি, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ এবং ইমাম মাহদী (আ.) এর কাসিদা শুনব। কাসিদা বা নযমের সাথে এক ব্যক্তির ছবিও দেখানো হচ্ছিল যা আমার জন্য পরম আশ্চর্যের বিষয় ছিল, এটি হুবহু সেই ব্যক্তির ছবি ছিল যাকে দ্বিতীয়বার স্বপ্নে দেখেছি আর আমাকে স্বপ্নে বলা হয়েছে ইনি রসূলুল্লাহ (সা.), এই সত্য স্পষ্ট হওয়ার পর কাউকে এই কথা বলি নি, আমার স্ত্রীর সাথে বসে নীরবে এম.টি.এ দেখতে থাকি, এক মাস পর আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলাম এ জামা'ত সম্পর্কে তোমার কী অভিমত? আমার স্ত্রী বলে আমার মতে এ জামাত সত্য এবং বাস্তব। এরপর আমি আমার সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা তার সামনে তুলে ধরি যাতে মসীহ্ মওউদকে দেখেছি যাতে বলা হয়েছিল যে, ইনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), কেননা মসীহ্ মওউদ (আ.) রসূলে করীম (সা.) এর সত্যিকার প্রেমিক, সত্যিকার দাস ছিলেন। অনেকেই যে তাঁকে স্বপ্নে দেখত এর অর্থ হল তাঁর আগমন রসূলে করীম (সা.) এর দ্বিতীয় আগমন আর মহানবী (সা.) এ কথাই বলেছেন। ইনি বলেন আমরা ৮ মাস পর্যন্ত এম.টি.এ দেখতে থাকি কিন্তু তখনও বয়আত করি নি, এক দিন আমার স্ত্রী আমাকে বলেন যে, তুমি কি বয়আত করার জন্য প্রস্তুত নও, আমি বললাম কেন নয়, দুই সপ্তাহ পর আমার স্ত্রী আমাকে আবার জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বয়আত করবে না? আমি একই উত্তর দিই, আমি প্রস্তুত আছি, তিনি বলেন এখন যদি তুমি বয়আত করতে না যাও আমি একা যাব, তার স্ত্রীর এই দ্ব্যর্থহীন কথা শুনে জামা'তের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমরা উভয়ই বয়আত ফরম পুরণ করি। তো অনেক সময় মহিলারা পুরুষদের মাঝে সৎসাহস সৃষ্টির এবং সত্য গ্রহণের কারণ হয়।

আইভোরিকোষ্ট থেকে আমাদের মুবাল্লেগ বাসেল সাহেব লিখছেন যে, একটি গ্রামের নাম হল কুচেলি, সেই গ্রামের প্রতিনিধিরা অনুরোধ করে যে আমাদের এলাকায় তবলীগ করা হোক, পরের দিন এক প্রতিনিধি দল নিয়ে সংশ্লিষ্ট গ্রামে যাই, এশার পর তবলিগী অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় রাত ১০টা পর্যন্ত তবলীগ চলতে থাকে। এরপর প্রশ্নোত্তর অধিবেশন রাতের ৩টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই অনুষ্ঠানে মুসলমান, খ্রিষ্টান এবং মুশরেকদের একটা বিরাট শ্রেণি উপস্থিত ছিল। মানুষ মনে করে আফ্রিকানরা এমনি করেই চোখ বন্ধ করে সত্য গ্রহণ করে নেয়। ৫/৬ ঘন্টা এই আলোচনা অব্যাহত থাকে। এরপর তারা প্রশ্ন করে, গ্রামের প্রধান মি. জামানদে পুরো সময় তবলীগ শুনেন আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ১৬০জন ব্যক্তি আহমদীয়াত গ্রহণ করে। এর ফলশ্রুতিতে সকাল ৮টার সময় আমরা চীফের সাথে সাক্ষাতের জন্য তার গ্রামে যাই, তখন গ্রামের নতুন বয়আতকারীও সাথে ছিল। তখন চীফ একটা স্বপ্ন শুনান, যা একবছর পূর্বে তিনি দেখেছিলেন ২০১৪ সনে। তিনি বলেন, তিনি ঘরে বসেছিলেন, দু'টো সাদা জাহাজ আসে একটি গ্রাম থেকে কিছু দূরে থেকে ফিরে যায়, দ্বিতীয় জাহাজ তার ঘরের কাছে একটি গাছে অবতরণ করে, তিনি সিড়ি লাগিয়ে ওপরে যান, সেই জাহাজে মুসলমানরা আরোহিত তাকে একটা বই দেন, তিনি নিচে এসে বই দেখেন, সেটি খুব সুন্দর স্বর্ণে রূপ নেয়, আযানের আওয়াজ শুনে তার চোখ খুলে যায়, চীফ সাহেব বলেন যে, এই স্বপ্ন বেশ কিছু মুসলমান আলেমকে শুনিয়েছেন কিন্তু কেউ এর যুক্তিযুক্ত কোন অর্থ করতে পারে নি, এক গায়ের আহমদী মৌলভী বলে এই স্বপ্নে স্বর্ণ দেখেছো যা খুব ভাল লক্ষণ নয়, তুমি এক শের স্বর্ণ আমাকে দাও না হয় ভাল হবে না। এরপর সে নিজেই বলা আরম্ভ করে যে, তোমার জন্য তো এক শের স্বর্ণ আমাকে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol-3 Thursday, 4-11 Jan, 2018 Issue No. 1-2

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 300/- (Per Issue : Rs. 6/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দেওয়া সম্ভব নয় তাই ভাল হবে ২০ হাজার ফ্রাঙ্ক সীফা দিয়ে দাও, কিছু করব তোমার জন্য, দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে দু'টো সাদা ছাগল সদকা স্বরূপ জবাই করে দাও, আমাদের মুবাল্লেগ গ্রামের চীফকে তার স্বপ্নের অর্থ বলেন, দু'টো সাদা জাহাজ বলতে দু'টো সাদা কার বুঝায়, যা একটি তোমার ঘর পর্যন্ত পৌঁছায় নি, দ্বিতীয়টি পৌঁছেছে, আমীর সাহেব এবং আমাদের উভয়ের গাড়ী সাদা রঙের, সেই গ্রামে আসার পূর্বে আমীর সাহেব আমাদের এলাকায় এসেছিলেন আর এরপর রাস্তা থেকেই ফিরে যান তিনি, সাদা কারে ফিরে যান তিনি। সিড়ি লাগিয়ে ওপরে যাওয়ার অর্থ হল আপনার ইসলাম শেখা এবং জানার চেষ্টা যা আপনি রাত ৩টা পর্যন্ত তবলীগ শুনেছেন, বাকী থাকল বই এর প্রশ্ন। আগমনকারী মাহদী সম্পর্কে বলা হয়েছে তিনি ধন-ভাণ্ডার বিতরণ করবেন। আর আপনাকেও এই বই পুস্তক দেওয়া হয়েছে, বইগুলোই হল সেই ভাণ্ডার, এই ব্যাখ্যা শুনে সেই চীফ সাহেব খুবই আনন্দিত হন আর গভীর উদ্দীপনার সাথে আহমদী হওয়ার এবং শেরক প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। আল্লাহ্ তা'লা মুশরেকদেরও এভাবে হেদায়াতের ব্যবস্থা করেন।

ফ্রান্স থেকে এক ভদ্র মহিলা নাদিয়া সাহেবা বলেন যে, আমার স্বামী পূর্বে আহমদী ছিলেন কিন্তু আমি তখনও বয়আত করি নি। কিছু দিন পূর্বে আহমদীয়াতের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে সেই সংক্রান্ত ভিডিও দেখে আমার ওপর গভীর প্রভাব পড়ে। আমি চিন্তা করতে বাধ্য হই, আমি খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবাও শুনতে থাকি, ধীরে ধীরে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে, আমি দোয়া আরম্ভ করি যে হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে পথের দিশা দাও। একদিন আমি ইত্যেবসরে স্বপ্নে দেখি যে, আমি ফ্রান্সের মসজিদে মুবারকে উপস্থিত আছি, (এটি আমাদের ফ্রান্সের মসজিদ)। আমি ফ্রান্সেই মসজিদে মুবারকের লাইব্রেরীতে বসে আছি, আমার পিতা আসেন, আমাকে কুরআন শরীফ উপহার স্বরূপ দান করেন, একই সাথে একটা ডকুমেন্টও দেন। এই স্বপ্নের পর আহমদীয়াত গ্রহণ করে জানতে পারি যে, আমার পিতা মাকে যে ডকুমেন্ট দিয়েছিলেন সেটি সত্যিকার অর্থে বয়আত ফরম ছিল, আমি এই কারণে আহমদীয়াত গ্রহণ করি।

আলজেরিয়ার এক বন্ধুর নাম হল রেজওয়ান, তিনি বলেন আহমদীয়াত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরে এম.টি.এ-ই আমার সব কিছু হয়ে যায়, আমার পরিবার-পরিজন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে, প্রথম দিকে তারা শুধু আমাকে নসীহত করত কিন্তু পরে নসীহত চাপের রূপ নেয়। আর এই চ্যানেল থেকে দূরে থাকার জন্য চাপ দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতি দেখে আমি ইস্তেখারা করি। এক রাতে স্বপ্নে দেখি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পাঁচ খলীফা আমার ঘরে তশরীফ নিয়ে এসেছেন, আমি তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট আছি। সংক্ষিপ্ত স্বপ্ন ছিল কিন্তু আমার জন্য এত স্পষ্ট বার্তা ছিল। আমার পরিবার পরিজন যখন এই সম্পর্কে বলি তারা বলে এটি সাধারণ স্বপ্ন, তুমি যেহেতু প্রায় সময় জামা'ত সম্পর্কে ভাবতে থাক, তাই এমন স্বপ্ন দেখেছ। তাদের কথা শুনলাম কিন্তু একই সাথে চিন্তা করি যে এটি কি সম্ভব যে আমি ডাকব জায়েদকে আর আমার আওয়াজ শুনে বকর এসে যাবে। এটি যদি সম্ভব না হয় তাহলে এটি কি হতে পারে যে, আমি আল্লাহর কাছে পথে দিশা পাওয়ার জন্য দোয়া করব, তার দিক নির্দেশনার ফলে স্বপ্ন আসে তা শয়তানের পক্ষ থেকে হবে, এটি হতে পারে না। পরিবার পরিজনের কথায় আমার বিশ্বাস হয় নি। ২০০৯ সনে আমি বয়আত করি।

এই হল কয়েকটি ঘটনা যা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। এ ধরণের অনেক ঘটনা রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা নবাগতদের ঈমান এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করুন, নিষ্ঠা, আন্তরিকতায় তাদের উন্নতি দিন। আমরা যারা পুরোনো আহমদী আমাদেরকেও তিনি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ক্ষেত্রে উন্নত করুন, আমাদেরও নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা যেন বৃদ্ধি পায়।

****

বারোর পাতার পর.....

জিহ্বার উপর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পূর্বে আমি মনে করতাম এই ধরণের অনুষ্ঠানে আবেগ জাগানোর জন্য সঙ্গীতের ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এখন আমি বুঝতে পেরেছি যে, আন্তর্জাতিক বয়াতের সময় এই আবেগ তো আহমদীদের মন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উথলে উঠছিল আর সেখানে কোন ধরণের সঙ্গীতের ব্যবহার করা হচ্ছিল না।

এডওয়ার্ড গুডাল এখানে একটি মানসিক রুগীদের হাসপাতালে মনোবিদ হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। তিনি আন্তর্জাতিক বয়াতে অনেক প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি নিজের আবেগ ও অনুভুতি প্রকাশ করে বলেন, আমি বয়আতের দশটি অঙ্গিকার উচ্চারণ করার পর চিন্তা করলাম যে, বয়আত করা এখন আমার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়েছে। বয়াতে সামিল হয়ে আমি যথারীতি আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে অন্যদের সাথে সম্পৃক্ত অনুভব করছিলাম। যাইহোক এটি একটি হৃদয়স্পর্শী অভিজ্ঞতা ছিল।

আজ প্রোগ্রাম অনুযায়ী সন্ধ্যায় জলসা সালানার সমাপনী অনুষ্ঠানের পর বিভিন্ন প্রতিনিধি দলের হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত অনুষ্ঠান ছিল। আটটি দেশের প্রতিনিধি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই সাক্ষাত অনুষ্ঠান হাদীকাতুল মাহদীতে অনুষ্ঠিত হয়।

সাক্ষাতের পূর্বে বিভিন্ন বিভাগের কর্মী ও ব্যবস্থাপকগণ হুযুরের সঙ্গে ছবি তোলেন। বিভাগগুলি হল- হিউম্যানিটি ফার্স্ট (পাকিস্তান), বিভিন্ন দেশের খুদ্দামের সদরগণ, বিভিন্ন দেশের আনসারের সদরগণ, আর্কিটেক্ট এবং ইঞ্জিনিয়ার সংগঠন, আল-ইসলাম ওয়েব সাইট এবং নরওয়ের স্ক্যানিং-এর দল।

চিত্র ধারণ অনুষ্ঠানের পর ৭টা ৫০ মিনিটে সাক্ষাত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

সুইডেনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত

সুইডেন থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন পুলিস অফিসার মি. বস্ট্রম সাহেব, এক সুইডিশ নওমোবাঈ স্টেন মহম্মদ ইউসুফ এবং রিদা হানি সাহেব।

সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) স্টেন মহম্মদ ইউসুফ সাহেবকে তার থাকার ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন যে, তার থাকার ব্যবস্থা হোটেলে করা হয়েছে। তার খুব ভাল খেয়াল রাখা হয়েছে। হুযুর বলেন: জলসাগাহের মধ্যে থাকলে সেটি আরও উপভোগ্য হত।

ভদ্রলোক বলেন: হুযুরের ভাষণ আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর বক্তব্য অতি উৎকৃষ্ট মানের ছিল। হুযুর বলেছেন যে, কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যদি কর্তৃপক্ষের লোকেরা হুযুরের কথাকে গুরুত্ব দেয় এবং সেগুলিকে বাস্তবায়িত করে তবে পৃথিবীর যাবতীয় নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার অবসান হবে।

সাক্ষাতের পর পুলিশ অফিসার মি. বস্ট্রন সাহেব বলেন: হুযুরের সামনে কথা বলা কঠিন মনে হচ্ছিল। তিনি বলেন: আমি পূর্বেও জলসায় অংশ গ্রহণ করেছি। এবারও সুযোগ হল। জলসার যাবতীয় কাজকর্ম সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছিল। অনেকের উপর খুব কঠিন কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যেখানেই জামাতের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়েছে তারা হাসিমুখে উন্নত আচরণ প্রদর্শন করেছে। প্রত্যেকেই নিজেদের উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিল। জলসার গোটা পরিবেশ শান্তিপূর্ণ ছিল। 'ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'-জামাতের এই নীতিবাক্য সর্বত্র ফুটে উঠছিল।

আমি দেখেছি আমি দেখেছি যে, জামাতে আহমদীয়ার ইমাম জ্ঞানকে অত্যন্ত সমীহের দৃষ্টিতে দেখেন। জামাতের সদস্যদের এক্ষেত্রে চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রশংসা করে জলসার সময় তাদেরকে সাম্মানিক পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক বস্তু। এই জ্ঞানের কারণেই জামাত আহমদীয়া পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং মানুষকে সাবলম্বী হতে শেখায়। জামাত যা কিছু সেবা করছে কখনো তার কোন প্রতিদান গ্রহণ করে না আমার মতে এর থেকে উত্তম মানবতার সেবা হওয়া সম্ভব নয়। আমাকে এই জলসায় আহ্বান জানানো এবং এত ভালবাসা দেওয়ার জন্য হুযুর আনোয়ারের প্রতি আমি আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ (ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir